ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

ফররুখ আহমদ

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

ফররুখ আহমদ

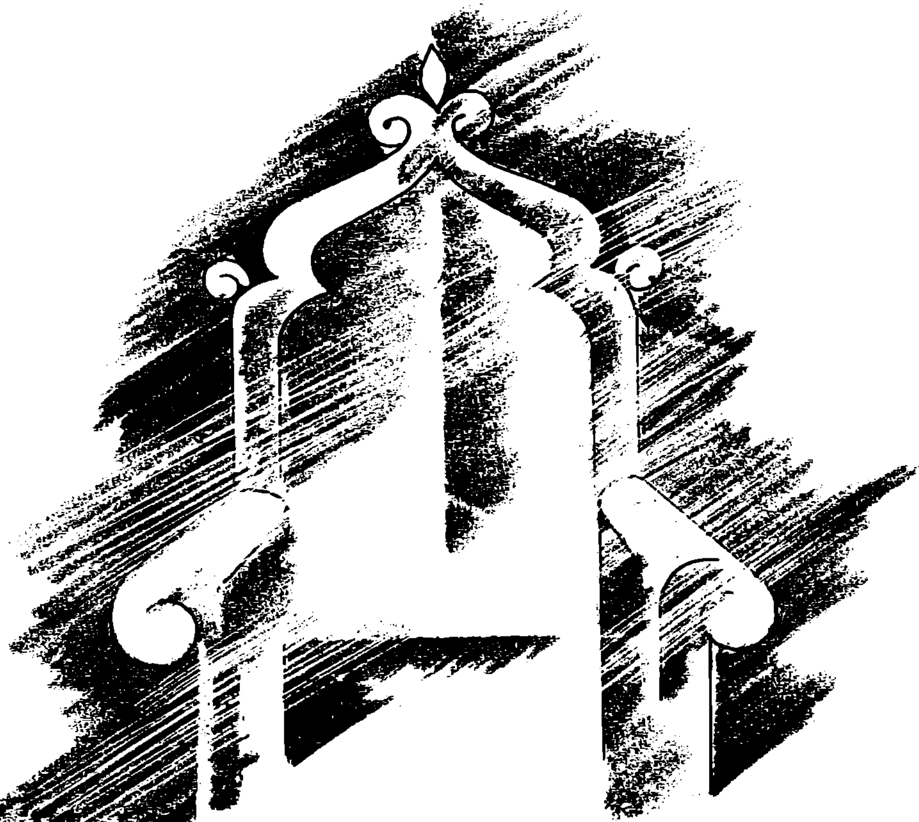

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য
ফররুখ আহমদ
বাসাপ প্র–২৮
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা –১২১৭
প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৯৮
অক্টোবর১৯৯১
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
হামিদুল ইসলাম
কম্পিউটার কম্পোজ
এ্যাড প্রিন্ট,মগবাজার,ঢাকা
ফোনঃ ৮৩১৬৮৪
মুদ্রকঃ
মিনার্ভা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ, ঢাকা
দাম
চল্লিশ টাকা
Oytihashik Onytihashik Kabbo
A collection of Poems by
Farrookh Ahmad
Published by
Abdul Mannan Talib
Director
Bangla Shahitta Parishad
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217
Published on
October 1991
Price: 40.00

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

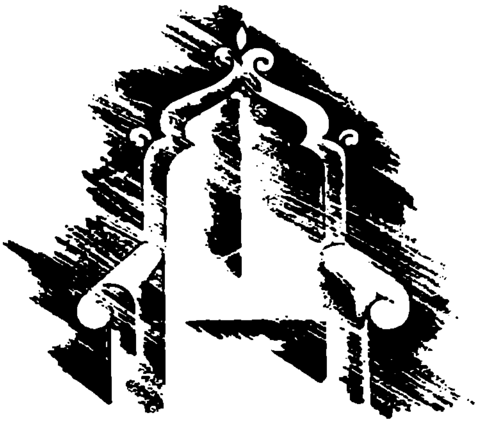

www.pathagar.com

কবিতা সূচী

মীর জাফরের কৈফিয়ত ১৪
হায়াত দারাজের নসীহত ৩২
মীর জাফরের শিকায়েত ৩৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সৃষ্টিশীলতার অফুরান উৎসাহে উন্মত্ততায় উৎসবেই অনেক সময় প্রকৃত কবি-শিল্পীকে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান চারজন পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ভিতরে এই অনিঃশেষ সৃষ্টিশীলতার উৎসারণ দেখতে পাই। কবি ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) মাত্র ছাপ্পান্ন বছরের স্বল্প আয়ুষ্কালও অবিশ্রাম সৃজ্যমানতায় ভাস্বর। প্রকৃত শিল্পীর মধ্যে পরিতৃপ্তি থাকে না; এই অপরিতৃপ্তিই তাকে ক'রে তোলে ক্লান্তিহীন। ফররুখ আহমদ অক্লান্ত শুধু কবিতা রচনায় নয় - কবিতার অবিরল পরিবর্জন-পরিবর্ধন-পরিশোধনেও শ্রান্তিহীন। একজন কবি কেবল সৃষ্টিশীল নন-তিনি নির্মাণশীলও বটে। আমাদের কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ এই সৃষ্টি ও নির্মাণের অবিরল যন্ত্রণায়-আনন্দে জীবনভোর আন্দোলিত হয়েছেন। আবার তাঁর কবিতার জগৎ যেমন সৃজনশীলতায় উর্বর, তেম্নি আয়তনেও বিশাল বটে। কবিতার আধার ও আধেয়কে তিনি সমান মূল্য দিতেন। তাই তাঁর কবিতায় যেমন তিনি এক রূপকল্প থেকে আরেক রূপকল্পে নিরন্তর সফর ক'রে ফিরেছেন, তেম্নি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এই স্বপ্নকল্পনার ফেরিঅলা একান্ত বাস্তবেরও রূপদানকারী। আবার এসবই সম্ভব হয়েছে তাঁর অবিচ্ছেদী চারিত্রের আসঞ্জনে- সমস্ত মিলিত হয়েছে একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে। তাঁর রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদিতা ও বাস্তববাদিতা কোনো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাপার নয়; - অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বও এখানে একই সমতলে দাঁড়িয়ে। প্রথম জীবনে রোমান্টিক, উত্তরকালে আদর্শবাদী - ফররুখ আহমদে এরকম কোনো ব্যাপার আমরা দেখি না ঃ ফররুখ আহমদে রোমান্টিকতা আর আদর্শবাদিতার উৎস একই ঃ তাঁর ব্যক্তিত্বে। সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। তাঁর এরকমই একটি প্রকাশরূপ তাঁর ব্যঙ্গকবিতা।

তিরিশের দশকের উপান্তে কবিতা লেখা শুরু করেন ফররুখ আহমদ। চল্লিশের দশকেই তাঁর কবিব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"র (১৯৪৪) কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪। এই ১৯৪৩-৪৪ সালেই তিনি তাঁর কেন্দ্র খুঁজে পান। "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুচ্ছ রোমান্টিকতার চূড়াস্পর্শী;

www.pathagar.com

যেন সেই পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই একটি বিচিত্র ঝরনা উৎসারিত হয়–তাঁর ব্যঙ্গকবিতা। মধ্য–চল্লিশ থেকেই শুরু হয় ফররুখের ব্যঙ্গকবিতার প্রস্রবণ – যা শেষ–পর্যন্ত প্রত্যক্ষে–তির্যকে অব্যাহত ছিলো। । ফররুখের মধ্যে কেবল রোমান্টিকতা–আদর্শিকতা ছিলো না, ছিলো ব্যক্তিমানুষটির মধ্যে 'অন্তরঙ্গ মউজী চরিত্রে'র ব্যাপারও। তিনি পূর্বজ আধুনিক বাংলা কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠক তো ছিলেনই – 'শনিবারের চিঠি' ও 'রবিবারের লাঠি'র মতো রঙ্গব্যঙ্গাত্মক পত্রিকারও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ছিলেন সুকুমার রায়ে (১৮৮৭–১৯২৩) মুগ্ধ। আর শুধু পাঠকই ছিলেন না, নিজেও রঙ্গব্যঙ্গ – কবিতা লিখে আনন্দ পেতেন ও দিতেন। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭–৮৬) ও আবুল হোসেনও (জন্ম ১৯২২) প্রচুর হাল্কা কবিতা ও ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন। তবে মনে হয় এক্ষেত্রে তাঁর সহজীবী আরেকজন কবিবন্ধু সিকান্‌দার আবু জাফরের (১৯১৯–৭৫) সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য ছিলো বেশি ঃ রঙ্গব্যঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত সরস স্বভাবী সাবলীলতায়। তবে ব্যঙ্গকবিতা রচনার অজস্রতায় তিনি সমকালীন সকলকেই অতিক্রম করেছিলেন।

দেশবিভাগের পর, ক্রমশ, তাঁর ব্যঙ্গকবিতা রচনা দৃঢ়মূল ও অজস্রধার হ'য়ে ওঠে। দেশবিভাগের আগে তাঁর ব্যঙ্গকবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিলো ধনতন্ত্রের উৎসাদন এবং দেশবিভাগের পর সামাজিক–রাজনৈতিক অবক্ষয়। অজস্র ছদ্মনামে তিনি ব্যঙ্গকবিতা লিখতেনঃ হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, ইয়ারবাজ খান, মুনশী তেলেসমাত, কোরবান বয়াতী, গদাই পেটা হাজারী, আবদুল্লা বয়াতী, জাহেদ আলী ঘরামী, মানিক পীর, শাহ বেয়াড়া বাউল, ঘুঘুবাজ খান, সরফরাজ খান, শেখ কোরবানউদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, আহমদ আবদুল্লা, মাহবুব আবদুল্লাহ প্রভৃতি। এই ছদ্মনামগুলির মধ্যে খ্যাততম হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী।

অসংখ্য বিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গকবিতা ব্যতিরেকেও ফররুখ আহমদ অন্ততপক্ষে আটটি ব্যঙ্গকবিতা–গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এর একটিমাত্র, "ধোলাই কাব্য" (সম্পাদকঃ ফারুক মাহমুদ) তাঁর ও কবি ফারুক মাহমুদের (জন্ম ১৯৩৪) কবিতা সংবলিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে। "ধোলাই কাব্যে"র 'পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, অতীব পরিষ্কার' দ্বিতীয় সংস্করণ তথা 'সহীহ বড় সংস্করণে'র জন্যে একটি ব্যঙ্গাক্ত ক্ষুদ্র ভূমিকাও ফররুখ লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এই ভূমিকা ও কবি ফারুক মাহমুদের ভূমিকা যুক্ত হ'য়ে ঐ বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮৬ সালে। 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' স্বাক্ষরিত তাঁর কোনো অনির্দেশিত ব্যঙ্গকবিতা–গ্রন্থের জন্যে আরেকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্যভূমিকাও তিনি লিখেছিলেন। এই মুখবন্ধের 'পুনশ্চ'–অংশটি "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" পাঠকের জন্যে সুপ্রাসঙ্গিকই হবেঃ

আমার বই পড়ে যদি কারুর মনে রচনার সত্যাসত্য, মৌলিকত্ব অথবা অন্য

www.pathagar.com

কোনোরকম খটকা জাগে তাহলে অকারণে আমাকে প্রশ্ন ক'রে উত্যক্ত করবেন না। প্রশ্ন করলেও আমি উত্তর দেব না। কারণ একটি সওয়ালের জওয়াব দিলেই হাজার সওয়াল উঠবে। বাহ্যত জনমত ও গণতন্ত্রকে বাচনিক শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হলেও উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি। এ শিক্ষা আমি পেয়েছি ধুরন্ধর মুর্শিদানের কাছে যাঁরা ইসলামের নাম নিয়ে নির্বিকার চিত্তে ইসলামের বরখেলাপ করে থাকেন। মসজিদে, জনসেবার ময়দানে অথবা রাজনীতির আখড়ায় ইয়াজুজ মাজুজের বংশাবলীর মত এঁদের ক্রমবর্ধমান শাগরিদ সংখ্যা দেখে আমি নিজেও তরক্কীর আশায় সজাগ হ'য়ে পড়েছি।

তবে যাঁরা আমার তারিফ করতে চান (আমীরানা জবানে যাকে মোসাহেবী বলা হয়) তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে আমার কাছে চিঠি লিখতে পারেন। শুধু মেহেরবানী করে বেয়ারিং চিঠি পাঠাবেন না।

"ধোলাই কাব্য" বাদে ফররুখ আহমদের প্রস্তুত সাতটি ব্যঙ্গকবিতা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এই ঃ ১. "তসবিরনামা", ২. "টুকরো কবিতা", ৩. "নসিহতনামা", ৪. "অনুস্বার", ৫. "রসরঙ্গ", ৬. "মজার ছড়া" (শিশুকিশোরতোষ), ৭. "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য"। এর মধ্যে "তসবিরনামা" ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। এখন প্রকাশিত হচ্ছে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য"।

"ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" (অথ মীর-জাফর সংবাদ) প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকার আজাদী-সংখ্যায় (১৪ আগস্ট ১৯৫৭)। সেখানে ঐ দীর্ঘ-কবিতার দু'টি অংশ ছিলো ঃ 'মীর-জাফরের কৈফিয়ত' ও 'মীর-জাফরের শিকায়েত' নামে। রচনাকাল লেখা ছিলোঃ ২৫শে জুন ১৯৫৭। কবিতাটি পরে কবি আরো পরিশোধন-পরিবর্ধন করেন। সেই পরিশোধিত-পরিবর্ধিত লেখনই এখন গ্রন্থধৃত হ'লো। স্মরণীয় ঃ ঐ ১৯৫৭ সালেই ফররুখের ব্যঙ্গকবিতা নিয়ে সরকারি উপর-মহলে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমনকি এজন্যে কবিকে গা ঢাকা দিয়েও থাকতে হয়েছিলো কয়েক দিন – নিজের বাসা ছেড়ে কমলাপুরে মামার বাসস্থলে ছিলেন সে-সময়। তাঁর ব্যঙ্গকবিতা যে প্রতিপক্ষকে আমূল বিদ্ধ করতো, এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দেশবিভাগের পর অচিরেই ফররুখ আহমদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলো। আদর্শবাদী কবি বাস্তব পৃথিবীতে তাঁর স্বপ্নের রূপায়ন দেখতে পাননি। সমকালীন সমান অভিজ্ঞতার অংশভাক কবি তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮) লিখছেন ঃ 'পাকিস্তানকে ঘিরে যে-স্বপ্নকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম, ঢাকার জীবনে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে অতি অল্প সময়েই তার মধ্যে আমরা উভয়েই কেবলি আশাভঙ্গের উপাদান দেখতে লাগলাম। পাকিস্তানের ছিল দুটো দিক। একদিকে যারা তার বাস্তবের আরাধনা করেছিল – তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সোনার কাঠি সহজে হস্তগত করার লক্ষ্যে, আর অন্যদিকে ইতিহাসসম্পৃক্ত অথচ বহুকাল নাগালের বাইরে থাকা একটা দুরূহ অথচ মহীয়ান আদর্শবাদের রূপায়ন-

www.pathagar.com

স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছিল আমাদের মনে এবং তারই প্রেরণার উদ্দামতায় টালমাটাল হয়েছিল আমাদের স্বপ্নলোক। তাই নতুন তথাকথিত আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায় থেকেই আমাদের বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিভাবে কাজ করেছিল, অল্পদিনের ব্যবধানে পরস্পরকে নিবেদিত আমাদের দুটি কবিতায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।' ('ফররুখ আহমদ ও আমি', দৈনিক 'ইনকিলাব', ৩০ আশ্বিন ১৩৯৩) এখানে উল্লিখিত ফররুখের 'আহ্বান কবির প্রতি' সনেটটি বেরিয়েছিলো ১৯৫২ সালে, দৈনিক 'মিল্লাতে'। এই সনেটটির প্রথম চতুষ্কটি উদ্ধৃত না-ক'রে পারছি নাঃ

আত্মবঞ্চনার মাঠে অনুকারী দাসের জীবনে
সত্যের দিশারী কবি- তোমার একান্ত প্রয়োজন।
আমরা পাইনি মুক্তি, শুনি নাই ঝড়ের স্পন্দন
গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে।

'গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে!' একি ফররুখ আহমদের কণ্ঠ! যে-ফররুখ এই নবীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে একদিন ঢেউয়ের মতো উত্তাল-উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিলেন! যাঁর একটি গ্রন্থের নামই "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬)! কিন্তু এই-ই হয়। কবির স্বপ্ন আর বাস্তবতা কখনো এক রেখায় মেলে না।

ব্যঙ্গ সৃষ্টি হয় গোপন রোষ থেকে। অসংখ্য ব্যঙ্গকবিতার মধ্য দিয়ে রুষ্ট ফররুখ আহমদ সমকালীন দেশ-কালকে স্পর্শ করেছেন। তবে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" ঠিক ব্যঙ্গাত্মক কাব্যগ্রন্থ নয়। একটু লঘু ভঙ্গিতে লেখা এই দীর্ঘ কাব্য শেষ-পর্যন্ত বক্তব্যে সিরিয়াস - যদিও হালকা টোন শেষ-পর্যন্তই বহাল রেখেছেন কবি। কমলাকান্তী ভঙ্গিতে শুরু ও শেষ - বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) "কমলাকান্তের দপ্তর" ছিলো তাঁর প্রিয় পাঠ্যের অন্তর্গত - এই গ্রন্থে কবিতা ও নাট্যের সমীভবন ঘটেছে। এ বই পুরোটাই আত্মসমালোচনা। যারা 'অপরূপ ধর্মের মুখোশে/সুযোগসুবিধামত মুনাফার মাঠ খায় চষে', কবি তাদের সেই মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। কবি দেখছেনঃ দেশ-কাল-সমাজ এক সার্বিক অবক্ষয়ে ধ্বস্ত। তাই 'উত্থানের পূর্বাহ্নে পতন' ঠেকাতে চেয়েছেন কবি। 'জামার আস্তিনে, বাহুডোরে' যারা পোকা পোষে, তাদের বিরুদ্ধে এই কলমী জেহাদ ঘোষণা করেছেন কবি। ('হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'নয়া জিন্দেগী' শীর্ষের - কার্তিক ১৩৫৯-একটি কাব্যনাট্যে যে-ভাবে কথোপকথনের ঢং ব্যবহৃত হয়েছিলো, তার সঙ্গে মিল আছে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্যে"র রূপকল্পের। তফাৎ এই ঃ এখানে তিনি বর্ণনাত্মক - ফলে কাব্যনাট্যের ধরন ব্যবহার ক'রেও এ কাব্যনাট্য হ'লো না - ১৮ মাত্রার মিলান্ত অক্ষরবৃত্তে পুরো বইটি লেখা।) পুরাণ বা ইতিহাস ফররুখ যখনই প্রয়োগ করেছেন, তখনই তার প্রাচীন আখ্যানের মধ্যে ব্যবহার করেছেন নতুন অন্তরাখ্যান। সিন্দাবাদ ও হাতেম তা'য়ী - তাঁর এই দুই নায়কের পাশাপাশি ইতিহাসের এক কুখ্যাত চরিত্র

www.pathagar.com

মীরজাফরকে তিনি এনেছেন এখানে। কবির সঙ্গে মীরজাফরের কথোপকথনের মধ্যে (বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এখানে একটু নতুনরূপে চিহ্নিত) উন্মোচিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক–রাজনৈতিক 'চরিত্র, চাতুর্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার!' যেন এই কাব্যের মুখ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হ'লো আদর্শবাদী কবির হুঁশিয়ারি। এ গ্রন্থে ফররুখের আদর্শবাদিতারই আরেক দিক প্রকাশিত। স্বপ্নদ্রষ্টা কবির স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা! এ এক সাহিত্যিক শ্বেতপত্র – কালের কুঠার! এ গ্রন্থ আরেকবার প্রমাণ করলোঃ ফররুখ যতোখানি ব্যক্তির কবি তার চেয়ে বেশি জাতির কবি। ব্যক্তিগত আবেগের চেয়ে জাতিগত আবেগই তাঁকে উন্মথিত রেখেছে চিরকাল। এই কাব্যে তাঁর সেই অব্যক্তিক আবেগের এক বহিঃপ্রকাশ – এক সম্প্রসার। ফলত 'অচ্ছেদ্য মিল্লাতে'র ভাবনা–বেদনাই ফররুখকে চিরকাল কবি করেছে।

এ গ্রন্থ রচনারও এক দশক আগে, ১৯৪৮–এ, ফররুখ লিখেছিলেন "রাজরাজড়া" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন – হোবুচন্দ্র–গোবুচন্দ্র–সুয়োরানি–দুয়োরানিকে জড়িয়ে–মিশিয়ে। ফররুখ আহমদের প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু "মেঘনাদবধ কাব্য" – "বীরাঙ্গনা"র জনয়িতা নন – তিনিও লিখেছিলেন "একেই কি বলে সভ্যতা"–"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"র মতো প্রহসন। ফররুখ আহমদও কেবল "সাত সাগরের মাঝি"–"সিরাজাম মুনীরা"–"হাতেম তা'য়ী"র কবি নন – "রাজরাজড়া"–"ঐতিহাসিক–অনৈতিহাসিক কাব্যে"রও তিনি প্রণেতা। স্বপ্ন ও বাস্তব তাঁর বিশাল কাব্যজগতের দুই প্রান্ত। যে–হুঁশিয়ারি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজো উচ্চার্য। "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" বিশেষভাবে কাললগ্ন। কিন্তু এর অন্তর্গত সত্য কালোত্তর। রচনার তিন দশক পরেও তার প্রকাশকে তাই স্বাগত জানাই।

৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মীর-জাফরের কৈফিয়ত্

মীর-জাফরের সাথে দেখা হল একদা নিশীথে
আশ্চর্য্য স্বপ্নের মত (অহিফেন ছিল যা শিশিতে
যথারীতি সন্ধ্যা রাত্রে করেছিনু নিঃশেষে সাবাড়,
মধুর আমেজ তার পৃথিবীর সীমা করে পার
নিয়েছিল একেবারে মীর-জাফরের দেহলিতে)!
কিছুটা অচেনা আর কিছু চেনা শহরতলীতে
দেখে তা'রে সারা মন পূর্ণ হল খুশীর মউজে!
জানিনা ক'ঘন্টা ঠিক সে রাত্রে ছিলাম চোখ বুজে
পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন (ছিল না হিসাব সময়ের),
শুনেছি যখন দীর্ঘ কৈফিয়ত মীর-জাফরের!
বলিল সে,

"অদ্ভুত পৃথিবী, যার হাল হকিকত
মূর্খ বা দানেশমন্দ বোঝে নাই কেউ এ যাবৎ;
বোঝে নাই মর প্রাণী; এমনকি ফেরেশ্‌তা গোরের
বোঝেনি রহস্য এই দুনিয়ার রাত্রি ও ভোরের!
নির্বাক বিস্ময়ে তাই পরিক্রমা দেখে পৃথিবীর,
বিস্ময়ে দেখে সে চেয়ে ওঠা-নামা বিভিন্ন জাতির,
চরিত্র, চাতুর্য্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার!

"হায়াত দারাজ খান! এসেছো কি দিতে সমাচার
অবোধ্য সে দুনিয়ার কোন এক চক্র ব্যূহ থেকে?
অথবা দুর্বুদ্ধি নিয়ে এলে শুধু, যেমন অনেকে
অনর্থক নিয়ে আসে অপযশ বিগত সন্ধ্যার,
এবং আমার কথা কেউ ফিরে করে না প্রচার
পৃথিবীতে! নিতান্ত কদর্থে মীর জাফরের নাম
পরচর্চাকারীদের রসনার বাড়ায় আরাম,
অথচ কখনো জানি প্রতিবাদ হয় নাই এর
কোন দিন!

www.pathagar.com

"সংক্ষেপে বক্তব্য আমি বলে যাই ফের,
জেনে নিয়ে জানাবে তা পরিচিত মহলে তোমার,
কারণ রচিত পুঁথি রয়েছে যা সম্মুখে সবার
অনেক প্রকৃত তথ্য কিম্বা সত্য পাবে না সেখানে
জাফরের দরবারে জেনে যাবে তুমি যা এখানে।

"পার্থিব লোভের উর্ধে বহু দূরে র'য়েছি যদিও
তবু মানুষের কাছে উল্টা ভাবে আমি স্মরণীয়,
কেননা আমার ত্রুটি কারু আর নাইতো অজানা!
ঐতিহাসিকেরা মিলে এক সাথে খুঁড়েছে বিছানা,
সমাধির শান্তি ভেঙে কোলাহল করেছে সকলে;
সহজে যা চাপা যেতো বলেছে সে কথা দলে দলে।

"ঐতিহাসিকের সাথে যাবতীয় পরচর্চাবিদ
এ ক্ষেত্রে পেয়েছে জানি অন্তরের বিশেষ তাকিদ,
আমার কলংক ঢাক পেটায়ে খুশীতে নির্বিবাদে
দিয়েছে কলংক আরো, বলে গেছে দাসত্বের ফাঁদে
আমিই ফেলেছি নাকি লুপ্ত ক'রে জাতির স্বাধীন
অস্তিত্ব বা মুক্ত সত্তা; একা আমি এনেছি দুর্দিন
পূর্ণ সৌভাগ্যের পথে! আজাদী বা আজাদ রাষ্ট্রকে
বিকায়েছি আমি নাকি স্বার্থান্বেষী মতলবের ঝোঁকে!
'বে-ঈমান', 'মুনাফেক' গালাগালি দিয়ে ইত্যাকার
বলেছে আমাকে ওরা 'স্বার্থান্ধ শয়তান', 'কুলাঙ্গার'
কওমের শত্রু নাকি আমি!

"কিছু সত্য বলে মানি
অগত্যা আংশিকভাবে,কিন্তু এ-ও ভালো ভাবে জানি,
সর্বনাশের দোষ পুরাপুরি চাপাও এ ঘাড়ে
সে ভীষণ সর্বনাশা এসেছিল আগেই দুয়ারে,
উপলক্ষ্য এ গরীব। ভিত্তি ছিল আগেই দুর্বল,
সমাজের বুনিয়াদে ধরেছিল আগেই ফাটল
পতনের শেষ চিহ্ন। ভাবেনি যা কেউ কোন দিন

www.pathagar.com

বোঝে নাই ঘূণ ধরা সমাজের অবস্থা সংগিন
সুদুর্লভ ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় জ্ঞানী গুণী ছাড়া
মৌতাতে মগ্ন এ জাতি বোঝেনি সে মৃত্যুর ইশারা।

''বিচ্ছিন্ন জনতা হল যে শক্তিতে অচ্ছেদ্য মিল্লাত
যে শক্তিতে কেটে গেল অন্ধকার জুলমাতের রাত,
দ্বীনের সে প্রাণ-শক্তি বোঝে নাই সর্ব সাধারণ।
কৌশলী আমীর বাদশা ছিল এর নিগূঢ় কারণ
ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন যা'রা চায় নাই ইসলামী জামাত,
ক্রমাগত টেনে শুধু নামায়েছে জাতির বরাত।
নিঃসঙ্গ প্রয়াস যত যে কারণে হয়ে গেল শেষ
প্রকৃত আদর্শবাদী অন্ধকারে হ'ল নিরুদ্দেশ।

"হায়াত দারাজ খান! তুমি আমি যাদের ওয়ারিশ,
অন্তত যে দাবী তুলে চাই আজো কিঞ্চিৎ বখশিষ,
কি কারণে নিল তারা জিন্দেগীতে লাঞ্ছনা অশেষ?
কি কারণে এসেছিল আউলিয়া, আলেম, দরবেশ
হেজাজের মাটি থেকে বিজাতীয় হিংস্র পরিবেশে?
তৌহিদের আলো নিয়ে কেন এল অচেনা এ দেশে?
সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী চেয়ে কোন্ রোশনি দ্বীনের
বিগত অধ্যায় হল ইতিহাসে? .... হৃদয়হীনের
চক্রান্তে সে সিলসিলা শেষ হ'ল কিভাবে, কখন
বৈশাখী ঝড়ের রাতে ছায়াপথ মিলায় যেমন
জানো তো সে সব কথা।

"জানো আরো হালুয়া মালাই
চেয়ে কা'রা দুনিয়ায় আদর্শকে ভেবেছে বালাই,
ভাড়াটিয়া মোল্লা, পীর, পাঠান বা মোগল সরকার
আদর্শের পথে কেন করে নাই যা'কিছু দরকার,
বরং প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ায়েছে নতুন জঞ্জাল!
জেনে রাখো ব্যঙ্গবিদ দিয়ে গেছে সেই তালে তাল

www.pathagar.com

মীর–জাফরের যুগ। কোরানের মানেনি নির্দেশ,
মিথ্যা ও মৃত্যুর দিকে ছিল জেগে আঁখি নির্নিমেষ
ইবলিসের অনুগত।

"অতি ধূর্ত আকবর বাদশার
ভাবশিষ্য, চেলা যত ছিল নিয়ে লা–দ্বীনি ব্যাপার।
সমন্বয়–পন্থীদের চিন্তাধারা অথবা বেদাত
বিকায়ে মৌলিক সত্তা এনেছিল আত্মঘাতী রাত।
না মেনে মহান শিক্ষা মুজাদ্দিদ আলফেসানীর
ব্যতিব্যস্ত তরুণেরা ছিল নিয়ে অবৈধ ফিকির।

"বিজাতীয় রমণীর রঙ্গ রস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান–ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবন লীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।

"মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।
'কৃষ্টি সমন্বয়ে' ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিম্বা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হ'ল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।

"বহু পৌত্তলিক প্রথা, দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার
পালটিয়ে ভোল শুধু ঢুকেছিল ঘরে নির্বিকার
অথবা ধরায়েছিল ঈমানে বা বিশ্বাসে ফাটল,
দিয়েছিল শুধু এনে সংশয়ের আঁধার অতল
ভোলায়ে তৌহিদ জ্ঞান দিয়েছিল দেবতা নূতন
দ্বীনের প্রকৃত তথ্য বোঝে নাই সমাজ তখন।

www.pathagar.com

"সে দিন ভাবের ঘরে করেছিল যারা লেনদেন
তাদের অনেকে জানি এনেছিল মৃত্যু অহিফেন,
বেদান্তের সাথে কেউ খুঁজেছিল পূর্ণ সমন্বয়,
সূফীর খোলসে কেউ এনেছিল মিথ্যা ও সংশয়।
বানপ্রস্থ মেনে নিয়ে জিন্দেগানি কাটায়ে হুজরায়
অনেকে পীরের গদী চেয়েছিল অন্যের মুজরায়,
বংশগত সূত্রে কেউ চেয়েছিল 'নজর নিয়াজ';
মালিকানা সূত্রে কেউ খুঁজেছিল শিষ্য, লাখেরাজ।
রাজনীতিকের মতে সর্ব ক্ষেত্রে দিয়ে মাথা ঝাঁকি
পুরা তেজারতি চালে করেছিল মোল্লারা মোল্লাকি।

"ঐশ্বর্য্য-বিলাস লুব্ধ মেদপুষ্ট অসংখ্য আলেম
শাসকের ইশারায় সেজেছিল তখন জালেম!
তাদের ক্ষমার দ্বার মুক্ত ছিল রইসের তরে,
ক্ষমাহীন ছিল তারা মিসকিন বা দুঃস্থের উপরে,
বৃহৎ ব্যাপার ছেড়ে অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ নিয়ে
ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা মূল সত্যে কদলী দেখিয়ে।

"সে দিন কা'বার পথ ছিল জুড়ে অসংখ্য মাজার,
নৃত্য গীত করেছিল কোরানের স্থান অধিকার,
উজ্জ্বল সূর্য্যের মত ইসলামের মুক্ত মানবতা
বর্ণাশ্রম মেঘে শুধু দেখেছিল বিষম ব্যর্থতা।
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য রক্তের
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে মুষ্টিমেয় ইসলাম ভক্তের।
নামত ইসলামী সাম্য মেনে নিয়ে দেখেছি তখন
কার্যক্ষেত্রে ছিল চালু 'মুসলমান শূদ্র বা ব্রাহ্মণ'।

"জীবনের পূর্ণাদর্শ-মূল নীতি ছেড়ে কোরানের
সুবিধাবাদীর পন্থা নেমেছিল অতলে পাপের,
এস্তেবায়ে সুন্নাতের পরিবর্তে শয়তান সেবা
প্রচলিত হয়েছিল বহু কাল ধ'রে। এ দেশে বা
অন্য কোন দূর দেশে রাষ্ট্রাদর্শ ছিল না সে দিন,

www.pathagar.com

খিলাফতে রাশেদার শেষ চিহ্ন তখন বিলীন
দুনিয়া কারবালা মাঠে শত এজিদের অত্যাচারে।
মজ্‌লুমের লোহু ধারা অগণণ ফোরাত কিনারে
জমে উঠেছিল, আর সংখ্যাহীন ভুলের পাহাড়
মুস্‌লিম রাষ্ট্রের নামে ছিল জেগে ক্রূর নির্বিকার।

"যদিচ আনন্দ ছিল শাহ্‌জাদা, নবাবজাদার
যেমন এখনো আছে, সর্বদাই কিছু অংশ যার
সুনির্দিষ্ট ভাবে থাকে মোসাহেব ভাগ্যে চিরকাল
সহস্র সুন্দরী মাঝে বে-সামাল সন্ধ্যা ও সকাল।
যৌন আবেদনে ঘেরা নৃত্য লীলা, শিল্প, অভিনয়
আদর্শ শিক্ষার চেয়ে গ্রহণীয় ছিল সে সময়।
উৎকট লালসা লোভে, ব্যভিচারে উদ্দাম উল্লাসে
সে দিনের অভিজাত মত্ত ছিল সর্পিল উচ্ছ্বাসে।
বলগা-হারা সেই ফূর্তি, নীতিহীন সেই অনাচার
দুনিয়ার বুকে শুধু ক'রেছিল দোজখ গুলজার।

"ঐশ্বর্য্য অপরিমাণ, বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম
যুগিয়েছে সেই যুগে অফুরন্ত খুশীর আঞ্জাম।
অকল্পিত মিহি বস্ত্রে তন্বী দল প্রিয় নগ্ন তনু
দেখিয়েছে অপরূপ সজ্জার বিচিত্র বর্ণধনু
অনুরূপ লেবাসেই নর-রূপী বিলাসী বানর
সদরে, অন্দরে, ঘরে দিয়ে গেছে খুশীর খবর।
অকথ্য, অবর্ণনীয় বিলাসে বা সে রূপ-সজ্জায়
আদ্যোপান্ত এই জাতি মেতেছিল ফূর্তির হাওয়ায়।
ভাবেনি তখন কেউ দেখা দেবে চরম সংঘাত
আনন্দের মধ্য পথে অকস্মাৎ হবে কিশ্‌তী মাত।

"আজাদীর যে ভূমিকা-কার্য্যধারা গঠনমূলক
সে ভূমিকা ছেড়ে কর্মী নিয়েছিল পন্থা রসাত্মক।
হালুয়ার ভান্ড পেয়ে যেমন উদ্ভ্রান্ত কানামাছি

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবী ভুলে সারাক্ষণ ঘোরে কাছাকাছি,
তেমনি মৌতাতে মগ্ন সে দিনের সব ভাগ্যবান
সকল কর্তব্য ভুলে খুঁজেছিল আনন্দ বিতান।
ছিল যে অবৈধ পাপ গুলিস্তাঁয় সাপের মতন
মারাত্মক বিষ তার কেউ আর বোঝেনি তখন।

"পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের বর্ধমান গতি
তখন মহল-প্রান্তে জাগায়েছে দীপ্ত 'শরাফতি'।
অসংখ্য তরুণী বাঁদী মিটায়েছে ধনীর লালসা
জারজ বেড়েছে যাতে 'অভিজাত' গোত্র হতে খসা।
কদর্য্য সে পঙকিলতা গেছে মিশে সমাজ সত্তায়,
পাপের জীবাণু যত গেছে ঘুরে রাত্রির ছায়ায়
বল্‌গা-হারা; উচ্ছৃঙ্খল। ভাবে নাই কেউ পরিণাম
প্রতি বালাখানা ঘিরে জেগেছে যখন জাহান্নাম।

"উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবেশ ছিল যা আমার
ছিল না সেখানে রোজা, ছিল শুধু অঢেল ইফ্‌তার,
ছিল না মৌলিক নীতি ইসলামের-সালাত, জাকাত;
ছিল না জেহাদী শক্তি, উখুয়াত, সুদৃঢ় জামাত;
সামাজিক ঐক্য সূত্র শৃঙ্খলার সাথে ছিল দূরে
প্রবৃত্তির পাশবতা ছিল জেগে উচ্ছৃঙ্খল সুরে।
উপরন্তু সমাজের ঊর্ধস্তরে ছিল মুনাফেকী
কৃত্রিম মুখোশে ঢাকা ছিল শুধু অকৃত্রিম মেকী।

"অপদার্থ অযোগ্যের ছড়াছড়ি খান্দানী সুবাদে
কওমের অগ্রগতি রুখেছিল অতি নির্বিবাদে,
চাপা পড়েছিল যাতে পূর্ববর্তী শ্রম ও সাধনা;
নিরুদ্ধ গতির মুখে জমেছিল বহু আবর্জনা।
চরিত্র-বর্জিত জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা লক্ষ্যহীন
খোঁজেনি তখন আর কর্মময় আজাদীর দিন।
সময়ের অপচয়ে কারু প্রাণ হয়নি উদ্বেল,
ঘরে ঘরে ছিল চালু কবুতর, তিতিরের খেল।

www.pathagar.com

"জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা অথবা সন্ধান
দীর্ঘ যুগ যুগান্তর পায় নাই কুত্রাপি সম্মান,
মৌলিক মনন শক্তি বাদ দিয়ে বাঁধা বুলি শিখে
কাটায়েছে কাল শুধু পন্ডিতেরা পাদটিকা লিখে,
যে কারণে দীর্ঘ দিন আবিষ্কার হয়নি নূতন
আলস্য দিয়েছে শুধু আজদাহার কঠিন বাঁধন।
তখন কায়িক শ্রম অভিজাত, শরীফ মহলে
পায়নি প্রশ্রয় কোন, ঘৃণা শুধু পেয়েছে বদলে।

"সে দিন সমাজে শুধু বহুবিধ দুর্নীতির ফাঁদ
মালুম বা বেমালুম ছড়িয়েছে আনন্দ আস্বাদ,
পারেনি যা মুছে দিতে জিন্দা পীর বাদশা আলমগীর,
যে ফাঁদের গ্রন্থি চিনে দেখিয়েছে ফিরিঙ্গী ফিকির,
নৈলে তার সাধ্য কোথা অর্ধ নগ্ন ধূর্ত সে বেনিয়া
কিভাবে সে নিয়ে গেল খাঁচা সুদ্ধ আজাদীর টিয়া?

"মোগলের যে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর দু'চোখ ধাঁধানো
দু'দিন পরেই সেটা কেন হল মানুষ কাঁদানো
প্রতিচ্ছায়া ব্যর্থতার? পাকিস্তানী হায়াত দারাজ
পারো যদি ভেবে দেখো ব্যঙ্গোক্তির ছেড়ে কারুকাজ।
ভেবে দেখো অপমৃত্যু কি ফাটলে, কোন পথ দিয়ে
অত্যন্ত সহজে আসে সভ্যতার আলোক নিভিয়ে
অতিশয় দ্রুত গতি।

"অকারণে হয়না পতন,
রহস্য-বিলাসী ছাড়ো অযৌক্তিক কথোপকথন
জেনে নিতে পরিস্থিতি সর্বশেষ অথবা সঠিক;
অন্ধ আবেগের চক্রে বুদ্ধিহীন সেজো না বেল্লিক।
উত্থানের মত জেনো পতনেরও রয়েছে কারণ
পান্ডিত্যের কথা নয়, বস্তুতঃ এ জ্ঞান সাধারণ।

www.pathagar.com

"আদর্শের পথ-যাত্রী ও জাতির উত্থান যেমন
আদর্শ হারানো পথে পতনের কাহিনী তেমন
সমান বিস্ময়কর। প্রাণহীন প্রাণীর মতই
আদর্শ হারায়ে জাতি দেখে গেছে শূন্যতা অথৈ!
অথবা নিস্প্রাণ সেই জড় পিন্ড মুর্দার শামিল
বিকায়ে নিজের সস্তা হয়ে গেছে তাল থেকে তিল।

"নিছক 'মুসলিম' নাম শুনে যদি হও বে-চঈন
অনেকের মত হবে অবস্থাটা তোমারো সঙ্গিন
কেননা কঠিন ঠাঁই দুনিয়ার পথে মুনাফেকী
নামের আড়াল টেনে যত্রতত্র চালু রাখে মেকী।
ইসলাম বর্জিত সেই ভূমিকাটা দেখ মুসলিমের
বাড়ায়েছে সংখ্যা আর সংজ্ঞা শুধু তথাকথিতের।
যদিচ অনেক মিঞা তৃপ্তি পান মোগ্‌লাই বিলাসে
জানেন না এইটুকু মৃত্যু এল সে বিষাক্ত শ্বাসে।

"আড়ম্বর-প্রিয় জাতি অন্তঃসারশূন্য সে বেভুল
হারায়ে বিবেক বুদ্ধি বোঝে নাই এ কথা বিলকুল।
জীবনের পূর্ণাদর্শ বন্ধ রেখে কিতাবে, মসজিদে
বহু আত্মপ্রবঞ্চিত ছিল তৃপ্ত সম্মোহিত নিদে।
জড়তা ও ক্লীবত্বের পরিণতি দেখেছি তখন
জাতির মগজে মনে জগদ্দল পাথর যেমন।

"এ কথা স্বীকৃত সত্য, যে শক্তিতে হ'ল অভ্যুত্থান
সেই শক্তি ছেড়ে ফের মারা গেল 'মুসলিম-সন্তান'।
যে দিন সে ভুলে গেল তৌহিদের প্রদীপ্ত প্রেরণা,
যে দিন প্রবৃত্তি পূজা দিল এনে মিথ্যা আবর্জনা,
যে দিন সে ভুলে গেল ন্যায়, নীতি, সাম্য, সুবিচার।
শ্রমের মর্য্যাদা, শিক্ষা, অফুরন্ত মূল্য সততার,
সে দিন অলক্ষ্যে তার খুলে গেল মৃত্যুর দুয়ার;
ধ্বংসের জিন্দান-খানা দেখা দিল সম্মুখে সবার।

www.pathagar.com

"সে দিন চলার পথে ক্রমে তার থেমে গেল গতি,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউ আর বোঝেনি সে ক্ষতি,
দেখেছে নিজের স্বার্থ সকলেই, নিজের কিস্‌মত
চেয়েছে বাড়াতে শুধু কার্য্যকালে ছাড়েনি বিঘত
তরক্কীর মূলে শুধু হীন স্বার্থ করেছে সন্ধান;
কার্য্যত সে মুনাফেক পিতা যার ছিল মুসলমান।
যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকী দিয়ে সম্মিলিতভাবে
এনেছিল তারা শুধু অপমৃত্যু ইবলিসি প্রভাবে।

"যে দিন অন্তিম শ্বাস দেখা দিল মোগল শক্তির
সে দিন প্রকাশ পেলো নখ দন্ত স্বার্থান্ধ চক্রীর
কাড়াকাড়ি, হানাহানি তাজ তখ্‌ত নিয়ে প্রতি দিন
করে গেলো দুশমনের কবজা দৃঢ়, বাসনা রঙ্গিন।
ফিত্‌না ফসাদের রাজ্য পুরাপুরি দুর্নীতির বাসা
মেটাতে পারেনি আর সংখ্যাহীন লোভীর পিপাসা
স্বার্থ শিকারীর চক্র গুপ্ত পাপ অথবা অশেষ
ষড়যন্ত্র রক্তপাত করেছিল কলঙ্কিত দেশ।

"গদী দখলের দ্বন্দ্ব আত্মঘাতী কলহ, সংঘাত
টেনে এনেছিল শুধু দুর্ভাগ্যের কাল সিয়া রাত।
তৈলহীন শামাদানে ক্ষীয়মাণ সৌভাগ্যের আলো
হারায়ে জীবনী শক্তি যে কারণে আঁধারে মিলালো,
হায়াত দারাজ খান! শতাব্দীর আড়াল এখন
হয়তো অস্পষ্ট বলে মনে হবে সুষ্ঠু সে কারণ
কিন্তু তা অস্পষ্ট নয়।

"স্বার্থের বিষম কদর্য্যতা
যুগে যুগে এ ভাবেই টেনে শুধু এনেছে ব্যর্থতা।
খান্নাসের কূট চক্র, ভোজবাজী কিম্বা তেলেসমাত
বারেবারে এভাবেই পোড়ায়েছে জাতির বরাত,
সমৃদ্ধির মর্মমূলে অনায়াসে হেনেছে ছোবল
ভ্রাতৃত্ব, আদর্শহীন শেষ হল যে পথে মোগল।

www.pathagar.com

"সে দিন মাতুল বংশ কিম্বা যত বিদেশী বণিক
সুযোগ-সন্ধানে যারা ছিল জেগে দৃষ্টি নির্নিমিখ,
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে লুব্ধ আরো শিকার সন্ধানে
প্রতি ঝোপে ঝাড়ে তা'রা ছিল জেগে স্বার্থান্বেষী প্রাণে
লুব্ধ শকুনির মত কিম্বা ধূর্ত শৃগালের মত
পতনের শেষ ক্ষণে করেছিল চক্রান্ত সতত।

"আত্মকলহের মাঝে পেয়ে তারা সুবর্ণ সুযোগ
করেনি কসুর কোন দিতে এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।
ভ্রাতৃ-সমাজের বুকে ক্রমাগত ধরিয়ে ভাঙন
অথবা কলহ কালে দিয়ে কিছু 'বুদ্ধির' ফোড়ন
বহু ক্ষেত্রে জানি তারা হয়েছিল সম্পূর্ণ সফল
পেয়েছিল এই জাতি সরীসৃপ পোষণের ফল।

"সে দিন লোভীর চক্রে ছায়াবাজী রাজ্যে ও মস্‌নদে
সুযোগ-শিকারী যত ক'রেছিল লক্ষ্য প্রতি পদে।
উদ্ধত শাসক গোষ্ঠী সর্বদাই অভ্যস্ত শোষণে
আজাদীর সার্থকতা খুঁজেছিল রক্তপায়ী মনে,
সুবর্ণ সুযোগ তাই এসেছিল অসংখ্য আমলার
হয়েছিল জনগণ সম্মুখীন কদর্য্য হামলার।
আমীর, শরীফ যত অকর্মণ্য হেনে বাঁকা ছুরি
শোষণ-পন্থায় শুধু তুলেছিল সে দিন দস্তুরি।
অভ্যস্ত বিলাসে যারা শ্রমকুণ্ঠ, তাদের সন্তান
তৃপ্তিহীন রাত্রি দিন ক'রে গেছে শিকার সন্ধান।

"গরীবের হাড়ে তৈরী হয়েছে তখন ইমারত,
শাহী বালাখানা আর বেশুমার হেরেমের পথ।
কওমের অগ্রগতি হয়েছে তখন চক্র গতি,
অভিনব অর্থ নিয়ে জেগেছে বিকৃত শরাফতি!
ধর্ম ব্যবসায়ী, পাপী কিম্বা ধর্ম বহির্ভূত মন
জামাতের পূরোভাগে ইমামতি করেছে তখন
অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢের ধূর্ত সুচতুর

www.pathagar.com

প্রচুর মুনাফা লুটে ধর্মকেই করেছে ফতুর!
কৌশলী শিকারী যত খেলোয়াড়ী চালে অপরূপ
সিদঁকাঠি না নিয়েও করে গেছে তবিল তসরূপ।
নিতান্ত বেহুঁশ বলে জাতি আর পায়নি সম্বিৎ!
এ ভাবে কোথায় থাকে চিরস্থায়ী আজাদীর ভিত?

''সর্ব শেষ হুঁশিয়ারি মুহাদ্দেস অলীউল্লা শা'র
শোনেনি তখন কেউ বে-খেয়াল কিম্বা বে-কারার!
উদ্দাম উল্লাসে মগ্ন, সংজ্ঞাহারা নেশার মউজে
কেউ ছিল মদমত্ত, কেউ ফের ছিল চোখ বুজে!
আদর্শ ভ্রাতৃত্ববাদ, সুমহান মর্য্যাদা শ্রমের
রাজতন্ত্রে যথারীতি পেয়েছিল ইশারা যমের!
ভূয়া কৌলিন্যের প্রথা হারামের যত আবর্জনা
সমাজ সত্তাকে শুধু হেনেছিল চরম লাঞ্ছনা
যে কারণে এই জাতি হয়েছিল নিবীর্য্য দুর্বল;
দুর্ভাগ্যের সাথে তার ক'রেছিল পশরা বদল।

''সমাজ শতধাছিন্ন, দৈনন্দিন কদর্য্যতা নিয়ে
তখন বিব্রত ছিল সর্ববিধ দায়িত্ব এড়িয়ে,
আজাদী রক্ষার তরে প্রয়োজন হয় যে প্রহরা
তন্দ্রাহীন রাত্রি দিন; করেনি সে পথে কেউ ত্বরা।
বরং আচ্ছন্ন কেউ স্বপ্নঘোরে কেউ বা আয়েশে
চেয়েছে কাটাতে দিন, মুগ্ধ রাত্রি অলস আবেশে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অগ্রগতিহীন জাতি সহজেই গিয়েছে তলিয়ে।
শতাব্দীর অন্তরালে সে কাহিনী জানো বা না জানো
ব্যর্থতার ইতিকথা এ ভাবেই রয়েছে সাজানো।

''অযাচিতে খাজনা এসে জমা হত খাজাঞ্চীখানায়
আজাদীর বাজনা শুনে বুদ্ধিজীবী ছিল দো-টানায়
বিবি, বাঁদী বিরিয়ানি কিম্বা নিয়ে কিংখাব মসলিন
আমীর ওমরা যত বোঝে নাই অবস্থা সংগিন।
কাফিয়া, রাদীফ খুঁজে স্বপ্নমুগ্ধ শিল্পী ও শায়ের

www.pathagar.com

শারাবী গজলে মগ্ন পরিস্থিতি পায় নাই টের।
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে সে দিনের বহু কৃষ্টিসেবী
প্রবৃত্তির তৃপ্তি দিয়ে করেছে প্রচুর মোসাহেবী।
বাঈজীর বাজুবন্দে বন্দী সেই যুগের তরুণ
নেয়নি দায়িত্ব কোন অতিরিক্ত ঈশ্কের দরুণ।
নর্তকীর লাস্য-লীলা তৃপ্তি তাকে দিয়েছিল, আর
বংশ গৌরবের তৃপ্তি ছিল প্রাণে শরীফজাদার'।

''কৃত্রিম সৌজন্যে ঢাকা সে দিনের সব প্রবঞ্চক
স্বার্থ সুবাদেই শুধু হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক।
উন্নত আদর্শ মুখে কিন্তু ছুরি বগল তলায়
এ ছবি সুলভ ছিল সে যুগের উঁচু মহলায়।
নেকড়ে, চিতা ছিল যত খুঁজেছিল সে দিন সুযোগ
ত্বরান্বিত হয়েছিল খান্নাসের কুমন্ত্রে দুর্ভোগ।

''সুযোগ-সন্ধানকারী ছিলাম যে, নাই তাতে ভুল,
এ কথা বোলো না শুধু কূল আমি করেছি নির্মূল।
এ জাতি পোড়ায়েছিল নিজ হাতে নিজের তকদির,
নীতি ও সততা ছেড়ে ধরেছিল রাহা দুর্নীতির,
সাম্য ভ্রাতৃত্বের পথে যেতে কেউ চায়নি সহজে;
ইবলিসের কারখানা ছিল চালু অসংখ্য মগজে।

'মরণের মুখোমুখি অথবা চরম দুর্বিপাকে
যে শক্তি বাঁচাতে পারে ঘূর্ণমান মুসলিম সত্তাকে
পরিপূর্ণ সে আদর্শ, ছেড়ে সেই শাশ্বত ইসলাম
সে দিন বিভ্রান্ত প্রাণ ছিল নিয়ে স্বার্থ বা আরাম।
নিশ্চিত সাফল্য ছেড়ে, আদর্শের প্রাণশক্তি ভুলে
এসেছিল পথভ্রষ্ট দুর্নীতির মৃত্যু উপকূলে।

''রুগ্ন ঈমানের সাথে জেগেছিল তিক্ত অবিশ্বাস,
হীন স্বার্থে আজাদীর উঠেছিল ক্লান্ত নাভিশ্বাস
অনিবার্য্য পতনের শেষ চিহ্ন ফুটেছে যখন

www.pathagar.com

কি ভাবে সে রোগী নিয়ে পাড়ি দেবে জাফর তখন?
প্রাণহীন সভ্যতার বহিরঙ্গ কবে কোন দিন
কাটাতে পেরেছে তার সর্বনাশা ধ্বংসের সংগিন?

''আদতে যে যক্ষ্মা রোগী, বহু মূল্য তার বহির্বাস
দিতে পারে কতটুকু প্রাণ-দীপ্ত বলিষ্ঠ আশ্বাস?
প্রাচীন স্থাপত্য, শিল্প কতটুকু লাগে তার কাজে?
হয় না কি হাস্যকর প্রতি মনে পরিত্যক্ত সাজে
সেই ব্যাধিগ্রস্ত সত্তা? পায় না কি সে মৃত্যু লিপিকা?
এ ক্ষেত্রে ধ্বংসের দূত জাগে না কি ভ্রান্ত অহমিকা?
কিসসা কাহিনীতে লেখা স্ফীত সেই ব্যাঙের মতন
হয়না কি অহংকার শুধু অপমৃত্যুর কারণ?
তবুও বিভ্রান্ত সত্তা বাঁচাতে সে প্রাণহীন ঠাট
পঙ্কিল পাপের পথে করে যায় ত'বিল লোপাট।

''ধ্বংসের সম্মুখে এসে সে যুগের শাসক প্রধান
চেয়েছিল এ পন্থায় ফিরে পেতে ঐশ্বর্য্য সম্মান!
দুঃস্থ রায়তের পরে চাপিয়ে রাজস্ব গুরুভার
গদীনশীনেরা যত চেয়েছিল আনন্দ অপার,
প্রজার সর্বস্ব কেড়ে চেয়েছিল বাড়াতে সম্বল;
প্রতিদানে পেয়েছিল রায়তের অনাস্থা কেবল
ইসলামের মূল নীতি যথারীতি ছিল বহু দূরে
পায়নি সান্ত্বনা কেউ দুর্নীতির আত্মঘাতী সুরে।

''আদর্শের প্রাণ শক্তি নিয়ে জাতি হয় অগ্রসর
অথবা আদর্শ ছেড়ে পৌঁছে যায় যেখানে কবর,
মীর-জাফরের দিনে এসেছিল শেষের অধ্যায়,
সত্য বা ন্যায়ের পথে জেগেছিল অসত্য, অন্যায়,
দুর্নীতি ও মুনাফেকী মুক্ত গতি পেল যে কারণে
জবানে ঘোষিত নীতি কার্য্যক্ষেত্রে এলনা জীবনে
আদর্শের কথা ছিল সেই যুগে নিছক কেতাবী,
জাতির পতন তাই হল জানি কিঞ্চিৎ সেতাবী।

www.pathagar.com

''প্রখ্যাত গাল্পিক রূপে পরিচিত যারা চতুর্দিকে
মূল সত্য বাদ দিয়ে কাহিনীটা করে দেয় ফিকে
কার্য্যটাই খোঁজে তারা বাদ দিয়ে নিগূঢ় কারণ
অতঃপর সে মতেই সায় দেয় সর্বসাধারণ
নিরীহ সে মেষপাল চালকের ইঙ্গিতে নির্বোধ
পরিতৃপ্ত অজ্ঞতায় পায় খুঁজে চিন্তার রসদ।
অথবা সরলমতি মক্তবের পড়ুয়া যেমন
বুদ্ধিহীন, গ্রাস করে শিক্ষকের কথোপকথন
তেমনি নির্বোধ ওরা; শক্তি নাই মৌলিক চিন্তার!
মিথ্যা প্রচারণা শুধু খুলে দেয় ভ্রান্তির দুয়ার।
অথচ সঠিক তথ্য চিরদিন থাকে ধামাচাপা,
সুযোগে চোরের মাল চুরি ক'রে মাপে আলিবাবা,
কল্পিত কাহিনী বাড়ে এ ভাবেই আলিফ লায়লার
প্রকৃত ব্যাপার যেটা কার্য্যকালে পায় না সে পার।

''বাঘ বা সিংহের বাচ্চা বাঘ সিংহ হয় সর্বকালে
অসংখ্য নমুনা পাবে খোলা চোখে দু পাশে তাকালে,
আকৃতি, প্রকৃতি গুণে হয় না কখনো বিপরীত,
কিন্তু মানুষের ঘরে এ ঘটনা ঘটে কদাচিত;
সামঞ্জস্য থাকে বটে পুরাপুরি বাহ্যিক আকারে
বৈপরীত্য ধরা পড়ে চরিত্র বা গুণের বিচারে।
মর্দে মুজাহিদ পিতা কিন্তু পুত্র খাঁটি মুনাফেক
অত্যন্ত সহজে পাবে এবম্বিধ নমুনা অনেক।

''ঝান্ডা খাড়া রেখেছিল দীর্ঘ কাল যারা আজাদীর
যাদের চরিত্র, নীতি এখনো বিস্ময় ধরণীর
সভ্যতার মূলে দান সবচেয়ে উন্নত যাদের,
আজাদী বিকালো জেনো অপদার্থ সন্ততি তাদের।
কেননা ওয়ারিশী সূত্রে পরিত্যক্ত তৈজসের মত
শিক্ষা বা চরিত্রগুণ করায়াত্ত হয় না অন্তত।
নিষ্ফল প্রবাদ বাক্য প্রতারণা করে আগাগোড়া
পূরো না পেলেও নাকি পায় কিছু সিপাহীর ঘোড়া,

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই কোন প্রাপ্তিযোগ
দুর্নীতির খেলা শুধু দিল এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।

''জেহাদী তরিকা ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে 'সহজিয়া' পথে
প্রাপ্য যা পেল এ জাতি এক দিন নিজের কিসমতে।
নৈতিক স্বপন আর চারিত্রিক দীনতা অশেষ
ফিরিঙ্গী ডাকুর হাতে তুলে দিল স্বাধীন স্বদেশ
তারপর ডুবে গেল নৈরাশ্যের পাথারে অকূলে।
সে পাপ অথবা দোষ নয় এক জাফরের ভুলে।
বহু গুণে যোগ্যতর কিম্বা যদি আরো শক্তিমান
সেদিন নেতৃত্ব নিত হত না সে মুশকিল আসান।

''মীর–জাফরের যারা সহযোগী সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,
রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে; এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
নৈলে এক জাফরের এই শক্তি ছিল না অন্তত
সকলের স্বাধীনতা মুছে ফেলে শয়তানের মত।
হারায়ে চরিত্রশক্তি ডোবে জাতি উদ্ভ্রান্ত যখন
বাঁচানো অসাধ্য জেনো সেই মৃগী রোগীরে তখন।

''কি থাকে চরিত্র গেলে? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারালে
কি থাকে এ পৃথিবীতে? সর্ব ক্ষেত্রে তাল দিয়ে তালে
স্বকীয় স্বভাব ভুলে প্রতিক্ষণে বিবর্তিত রূপে
অপমান, অপমৃত্যু আনে না কি ডেকে চুপে চুপে
মেরুদণ্ডহীন সেই রুগ্ন জাতি অথর্ব, দুর্বল?
সর্বহারা হয় না কি যে হারায় চরিত্রের বল?
মীর–জাফরের দোষ হতে পারে এ ক্ষেত্রে ততটা
ব্যক্তিগত অপরাধে অপরাধী ছিল সে যতটা।

''সর্বাংশে আমাকে টেনে দোষী করা,ভুল বাস্তবিক,
ঐতিহাসিকেরা শুধু করে কাজ অনৈতিহাসিক,

www.pathagar.com

হামেশা দশের বোঝা চাপা দিয়ে একের গর্দানে
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে কর্ণমূল ধরে ফের টানে!
অন্যের সুলভ কানে পেয়ে পূর্ণ আনন্দ নিষ্কাম।
কর্ণমর্দনের খেলা পণ্ডিতেরা খেলে অবিশ্রাম!
এবং অসহ্য যেটা সে কথাই বলি আমি আজ
বহু পরচর্চাবিদ অকারণে করে উক্ত কাজ,
প্রদীপ্ত উৎসাহে ধরে বে-ঈমানী মীর-জাফরের
এ যুগের কীর্তিমান কণ্ডুয়ন মেটায় মনের।

''তাজ্জব ব্যাপার বটে! .... বক্র গতি এই পৃথিবীর
চক্রান্তে জাহির হয় গুপ্ত পাপ অথবা ফিকির!
যেখানে ঘটনা শেষ কিসসা শুরু হয় সেখানেই
আতিশয্য ছাড়া আর যে গাথায় নূতনত্ব নেই,
তবু তার জের টেনে অকারণে ছড়িয়ে জঞ্জাল
মূর্খ বা দানেশমন্দ কুৎসা গায় সকাল বিকাল।”

www.pathagar.com

হায়াত দারাজের নসীহত

উপরোক্ত কথা ব'লে দম নিতে থামিল তখন
সে বাক-নিপুণ ধূর্ত (উর্ণনাভ নিশ্চিন্ত যেমন
সুবিস্তীর্ণ জাল ফেলে বৃক্ষশাখে নেয় সে বিশ্রাম)
তখন ফুরসত পেয়ে আমার বক্তব্য বলিলাম,

''বিশ্বাসের সাথে যার আড়াআড়ি, পায় সে যদিও
ষড়যন্ত্রে কাম্য গদী, রবে হয়ে চির স্মরণীয়
কাল কেতাবের পিঠে কলঙ্কের রঙে বা হরফে,
যাবে না কুখ্যাতি ঝড়ে কিম্বা চাপা রবে না বরফে;
কুকীর্তি যাবে না মুছে বর্ষায় বা মাঘের শিশিরে।
কলঙ্ক কাহিনী সেই বর্ষে দেখা দেবে ফিরে
হুঁশিয়ারী পাঠ্য রূপে সংখ্যাহীন পড়ুয়ায় দ্বারে
বিশ্বাসহন্তার বীজ যেন নল ছড়ায় চারধারে,
বিষ ক্রিয়া তার যেন ঠাঁই আর না পায় অস্থিতে
আজাদীর পথে জাতি থাকে যাতে কিছুটা স্বস্তিতে।

''গদী কিম্বা পদপ্রার্থী যে চেয়েছে প্রভুত্ব কেবল
অথবা খুঁজেছে শুধু লুণ্ঠন বা শোষণের ছল,
যার ষড়যন্ত্রে গতি রুদ্ধ হল জাতি ও ধর্মের
অন্যের বাহন সেই বেছে নিল পন্থা কুকর্মের।

''ঐতিহাসিকের সাথে এ ব্যাপারে পদ্যলেখকের
হয়নি বিরোধ কোন, কেননা যা বাস্তব সত্যের
অবিকল প্রতিচ্ছায়া গোঁজামিল পাবে না সেখানে;
যদিচ বিস্বাদ সেটা ধূর্ত রাষ্ট্র বিরোধীর প্রাণে।

''মতলবী যে স্বার্থবাদে সে যুগের 'চাহার দরবেশ'
সম্মিলিত ভাবে বিক্রী করেছিল স্বাধীন এ দেশ
পড়েনি তা চাপা আর পলাশীর মূক অভিনয়ে

www.pathagar.com

বাধ্য হয়ে সে ইঙ্গিত করি আমি আজ সবিনয়ে।
যেহেতু নিশ্চিত জানি, ঘটনার যে মূল নায়ক
প্রচারের চক্রে আজ হতে চায় সে মূল গায়ক।

''যদিও চাতুর্য্য তার সর্বত্র অনন্যসাধারণ
বিশিষ্ট ভূমিকা তার রাখেনি এ জাতি সংগোপন
কারণ আদর্শপন্থী যে কওম কিম্বা যে সমাজ
আদর্শের পথ–যাত্রী; সর্বদাই চায় হক কাজ।

''এ ক্ষেত্রে ওজর কিম্বা কৈফিয়ত দাও যত ভাবে
কুকীর্তির কাহিনীটা যথারীতি হাওয়ায় ছড়াবে।''

www.pathagar.com

মীর-জাফরের শিকায়েত

আমার বক্তব্য শুনে ভাবিল সে ধূর্ত কিছুক্ষণ
(প্রতিশোধ-স্পৃহা তার দুই চোখে ফুটেছে তখন),
যেমন শিকারী বিল্লী সূচী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তার
দেখে নেয় কি পন্থায় আছে জেগে সম্মুখে শিকার
তেমনি সে জ্ঞান-পাপী একবার তাকিয়ে সম্মুখে
সওয়াল করিল শুরু তীক্ষ্ণ চোখে নির্বিকার মুখে।
আফিমের মাদকতা স্বপ্নশেষে বিঘ্নিত যেমন
তেমনি বিরস কণ্ঠে সেই পাপী বলিল তখন,

''হায়াত দারাজ খান! সুকৌশলী কুৎসা রটনায়
চিন্তার দাওয়াই পাবে আশা করি লুপ্ত ঘটনায়।
মিশ্র অভিজ্ঞতা কিম্বা সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী আমার
লাগে যদি প্রয়োজনে নাই তাতে বিস্ময় অপার,
কিন্তু যা বিস্ময়কর শুরু করি সেই প্রশ্ন দিয়ে
নিজেদের শত ছিদ্র কেন আজ দেখ না খতিয়ে?

''স্খলন, পতন, ত্রুটি, বেঈমানী মীর-জাফরের
যে ভাবে সাজিয়ে রাখো সর্বদাই সম্মুখে নাকের,
যে ভাবে প্রচার করো শত মুখে বিস্মৃত কুকথা,
রাষ্ট্র বা জাতির প্রতি জাফরের হীন কৃতঘ্নতা;
নিজেদের ত্রুটি কেন সেই ভাবে করো না স্মরণ?
আজব দস্তুর বটে! বিচারের আশ্চর্য্য ধরণ!

''মীর-জাফরের চেয়ে গুণে যদি হও শ্রেষ্ঠতরো
খতিয়ান ক'রে তবে যথারীতি সুবিচার করো
অন্যথায় বন্ধ করো গীবতের সাজানো মজলিস,
দিতে পারে প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে নিজস্ব নালিশ
কারণ, নিশ্চিত জেনো তোমাদের রাখে সে খবর
প্রতি জুমা রাতে যার দুনিয়ায় রুহানী সফর।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শীর সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজ
তোমাদের কিছু কীর্তি ব'লে যাব হায়াত দারাজ
অতঃপর অবশিষ্ট থাকে যদি প্রচুর পুলক
তাহ'লে বিচার কোরো চুল-চেরা তুলনামূলক।

''বহু ঘাটে পানি খেয়ে তোমরা হয়েছ হুঁশিয়ার,
প্রকৃত জ্ঞানীর চিহ্ন কোনখানে দেখি না তো আর!
যখন সপ্তাহ শেষে ছাড়া পায় রুহু জুমা' রাতে
তোমাদের হাল দেখে দৃষ্টি আর পারিনা ফেরাতে।
বে-আমল, বে-লেহাজ, অপদার্থ কিম্বা দাগাবাজ
তোমাদের মুখে শুনে আদর্শের বুলন্দ আওয়াজ
গোর-প্রত্যাগত প্রাণ বুঝে ফেলে অবস্থা সংগিন!
ছড়িয়ে আমার কুৎসা খুঁজে পাবে কোন স্বর্ণ দিন?
সর্বগ্রাসী গর্ত ঢের তোমরা কি খোঁড়নি আপোষে?
ঈমানের রাহা ভুলে উঁচু মাথা ঘষোনি পা-পোষে?

''ভ্রাতৃ সমাজের কথা।-সে কি শুধু নয় প্রগলভতা
নীতি, আদর্শের পথে আনোনি কি চরম ব্যর্থতা?
আজাদী হাসিল ক'রে উল্টা কথা কেন বলো আজ?
কোন তন্ত্রে, কার মন্ত্রে চাপা পড়ে ইসলামী সমাজ?
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দূরে থাক, মানবিকতার
সামান্য নিশানা, নাম মোছে না কি ধোকার সর্দার?

''সমুন্নত পাক রাষ্ট্র,-নজরানা শহীদী খুনের,
কিন্তু যারা 'উপ-নেতা' অধিকারী তারা কি গুণের?
কতটুকু নিল তা'রা আদর্শের উত্তরাধিকার?
দ্বীনী রিয়াসত তারা গ'ড়ে যাবে কিভাবে এবার?
আজাদী সংগ্রামে যারা পূর্বসূরী অথবা শহীদ
বঞ্চনায় পূর্ণ হবে কতটুকু তাদের উম্মীদ?
অথবা নির্জীব যারা পর্যুদস্ত জনসাধারণ
আজাদীর ফল পাবে কতটুকু? কি ভাবে? কখন?
অন্যের বাহন আমি কিন্তু ভেবে কও তো এবার

www.pathagar.com

দুর্বুদ্ধির কে বাহন? কার ঘাড়ে শয়তান সওয়ার?

''বুনিয়াদ দৃঢ় হয় যে পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের
জানো তো সে বড় কথা, খোঁজ কেন মেলে না কাজের?
উপরন্তু কার্য্যভার ছেড়ে দিয়ে নীতি বিরোধীকে
অতিশয় দ্রুত গতি কেন নামো বিলুপ্তির দিকে?
কি কারণে জেগে ওঠে বেঈমানী? নীতিহীনতার
অস্ত্র কেন খোঁড়ে গোর ঈমান, একতা, শৃঙ্খলার?
পথে ঘাটে দেখে নিত্য কৌশলের খেলা সুপ্রচুর
খাট্টা ব'লে কেন আজ মনে হয় ঝুলন্ত আঙ্গুর?

''পাকিস্তান গড়েছো তো, কিন্তু কেন ভিত্তিমূলে এর
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি সুকৌশলী চক্র ইবলিসের?
কওমের মূল দাবী করে আজ কৌশলে বাতিল
নীতি-নিরপেক্ষ ধাঁচে কারা তোলে স্বার্থের পাঁচিল?
জাফরের সাথে রাখো কতটুকু ব্যবধান আজ?
পশ্চিমের তন্ত্র মেনে চাপা দেয় কে ভ্রাতৃ-সমাজ?
অত্যন্ত কৌশলে ফের আমানত করে খেয়ানত
নির্বিকার ঔদাসীন্যে কে ডোবায় জাতির কিসমত?
সম্পূর্ণ আদর্শহীন, মানুষের সমস্যা এড়িয়ে
রসাল প্রাপ্তির পথে দু'কদম যায় কে বেড়িয়ে?
নবীর তরিকা চিনে পলাতক কেন কুয়াশায়?
আদর্শ রাষ্ট্রের সব প্রতিশ্রুতি হারালো কোথায়?

''রক্ষণশীলেরা আজো প্রাণহীন বহিরঙ্গ নিয়ে
ভূয়া শরাফতি গাথা গায় নাকি ইনিয়ে বিনিয়ে?
বাঁদী গোলামের স্বপ্নে আজও তারা নয় কি মশগুল?
'প্রগতিবাদীরা' ফের হয়নি কি অন্যের পুতুল?
অন্তঃসারশূন্য, তবু অহংকারী মাকালের মত
আগাছার বনে আজ দেয় না কি ভাঁওতা অবিরত?
অদ্ভুত ব্যাঙের ছাতা, ভূঁইফোড়, নকল-নবীশ
শোষণ সুবাদে আজ খোঁজে না কি চোরাই কিশমিশ?

www.pathagar.com

''ইব্‌লিসের পুরা ভক্ত মুখে নিয়ে কোরানের বাণী
ফটকা বাজারের পথে করে না কি আজও রাহাজানি?
ধরা পড়ে মধ্য পথে গোঁজামিল দিয়ে সমস্যায়
রাখে না কি সে কপট ঝাণ্ডা খাড়া ধর্ম ব্যবসায়?
কাজের নমুনা দেখে তবু তার মতলবের ঝুলি
ভরিয়ে কি দাও নাই ক'রে ব্যর্থ আকুলিবিকুলি?

''বলো আজ খোলাখুলি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফেরাউন
দেয় না কি ইচ্ছামত সমাজের সর্বাঙ্গে আগুন?
নবতর বর্ণাশ্রম নাওনি কি তোমরা সকলে?
ইসলামী জামাত আজ পড়েনি কি চাপা সে ধকলে
নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বেশুমার হিসাবের মুদী
সমাজের রক্ত শুষে সাজেনি কি 'মুসলিম ইহুদী'?
কারুণের পন্থা চিনে সর্ব ক্ষেত্রে পূঁজীবাদী পূঁজ
ছড়িয়ে সমাজে ওরা সহজে কি সাজেনা অবুঝ?

''রাজতন্ত্র ওঠায়েছো? কিন্তু আজ কি তন্ত্রে পৃথক
অনায়াসে চেপে দাও বেশুমার ইনসানের হক?
সরিয়ে বাদশা এক বহু বাদশা বসিয়ে গদীতে
ভেবেছো ইসলামী রাষ্ট্র ভাসমান এ মরা নদীতে।
অতটা সহজ নয় খিলাফত, মূল্য তার ঢের,
ঈমানে আমলে শুধু পাওয়া যায় সে রাষ্ট্র সত্যের
ব্যক্তি বা সমাজ সত্তা ধামাচাপা পড়ে না সেখানে
বিকাশের পথ পায় পূর্ণাঙ্গ যা; আমলে ঈমানে।

"তোমরা ঈমানদার কি দরের জানে তা জাহান,
বচনে-সর্বস্ব শুধু কর্মটাই করে অন্তর্ধান।
ফরজের চিহ্ন নাই, প্রতি কাজে সুন্নার খেলাপ
অপিচ যায় না শোনা কোন দিন কারু মনস্তাপ,
যদিও সর্বত্র আজ দেখা যায় বহু চামচিকা

www.pathagar.com

ঈমান আমল ছাড়া দিতে চায় ইসলামী তরিকা!
আহা কি অপূর্ব চিন্তা, নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক ভাবে
এ যুগের বাক্যবিদ দুনিয়ার সমস্যা ঘুচাবে!

''আজব তামাসা তাই প্রতি ক্ষণে দেখি চেয়ে আজ
ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে অনেকেই করে উল্টা কাজ!
হালুয়া রুটিতে খাসা পরিতৃপ্ত মরদ, মর্দানা
সহজ সত্যের পথ ছেড়ে শুধু করেন বাহানা
রাষ্ট্রের আদর্শ আজ বোঝে না না যত স্নেহাস্পদ
ভাতিজা,- কেননা আছে সেখানেই সমূহ 'আপদ'।
না বোঝার ভানটাই চালু রেখে বৈজ্ঞানিক চালে,
বিজাতীয় অপকর্ম প্রতি দিন করেন আড়ালে।

''বহু কেল্লা জিতে এসে যেমন হানিফ পাহ্‌লোয়ান
দুর্বুদ্ধিবশত শুধু সোনাভান বিবিকে হারান
তেমনি 'আদর্শবাদী' এ যুগের বাক্য বীর যত
কথার মহড়া দিয়ে অর্ধচন্দ্র পান অবিরত।
নগদ বিদায়ে ফের অভ্যস্ত অনেক জাহাঁবাজ
নতুন মহল্লা খুঁজে নবোদ্যমে তোলেন আওয়াজ।

''চোরাগোপ্তা পথ যিনি নেন বেছে হাটে ও বাজারে
সন্ধ্যায় তাঁকেই দেখি সুফী বেশে পীরের মাজারে!
শ্রমসাধ্য কাজে যিনি বারবার দিয়ে যান ফাঁকী
পীরের খলিফা সেজে গ্রামে তিনি করেন মোল্লাকি
বিবিধ কুকাণ্ড ক'রে বহু বক্তা বক্তৃতা ম'ফিলে
সর্বদা দারাজ দস্ত নেন কিছু নিজস্ব তবিলে।

''অকর্মা সুবাদে সৎ দুনিয়ার অপদার্থ যত
বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত প্রশংসাটা কুড়াতে অন্তত,
যদ্যপি এ দুনিয়ায় নাই কারো কানাকড়ি দাম
সর্বদা খোঁজেন তাঁরা কর্মহীন 'ভালোর' ঈনাম!
কম্প দিয়ে আসে জ্বর কর্মক্ষেত্রে, সংকট সন্ধ্যায়
সংখ্যাহীন 'ভালো লোক' পলাতক ভাবের বন্যায়।

www.pathagar.com

''বীরত্বের ভূমিকায় নামে যা'রা বচনে হিম্মত
গালগল্প শোনায়েই প্রতি দিন বাড়ায় কিম্মত!
যদিচ অন্যায়ে নাই প্রতিবাদ করার সাহস
গো-মূর্খের বদৌলতে পায় তা'রা সম্মান সরস।
অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, পরিচিত মুখ চিরচেনা;
মনিবের মর্জি মত মরজিয়ানা নাচে বা নাচে না।

''এ দিকে শৃঙ্গার রসে মগ্ন থেকে বহু ভাগ্যবান
তুড়ি দিয়ে পেতে চায় কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান।
ইসলামের রূপায়ণ দূরবর্তী ভবিষ্যের ঘাড়ে
চাপিয়ে বিশ্বাসী কর্মী আপাতত উধাও পাহাড়ে
ব্যক্তি বা দলের কথা গেয়ে যায় নিপুণ কৌশলে,
অপূর্ব, অক্ষয় কীর্তি যে কারণে জাগে ধরাতলে।

''আকণ্ঠ বিলাসে ডুবে 'মুক্ত প্রাণ' অভ্যস্ত ভঙ্গীতে
তরক্কী বা কামিয়াবি চায় শুধু ''ইসলামী সঙ্গীতে'!
কঠিন কর্তব্য যত এড়িয়ে সহজে সবিনয়ে
চাতুর্য্য দেখাতে ফের অংশ কেউ নেয় অভিনয়ে
দেখাতে কৃষ্টির খেল অনাসৃষ্টি ঘটিয়ে পাপের
নবোদ্যমে টানে জের নওরোজ, মীনাবাজারের!
মীর-জাফরের যুগে ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
এ যুগের বাচ্চা বুড়া সে পথেও হয় যে রংগিন!

''আনন্দে নিয়ম নাই, অতঃপর দেখি চেয়ে ফের
তোমাদের যাত্রা পথে ভীড় শুধু রঙ্গ ও রসের
আদর্শ সম্মত বটে নগ্ন নৃত্য,-কি বলো ইয়ার?
অবরোধ গেছে, যাক; বাপান্ত কি হয়নি পর্দার?
হায়া শরমের সাথে শালীনতা লুকালো কোথায়?
হাওয়াই শাড়ীর অর্থ ওড়ে নাকি যুগের হাওয়ায়?
অর্ধনগ্ন বেহায়ার আধিপত্য নয় কি এখানে?
যৌনবিকৃতির দামে খোঁজনা কি যৌবনের মানে?
আদিরসাত্মক ক্রিয়া পায় না কি প্রাধান্য জীবনে
কুটির প্রাঙ্গণ থেকে সুবিস্তৃত কৃষ্টির অঙ্গনে?

www.pathagar.com

''হায়াত দারাজ খান! সুপ্রসন্ন ভাগ্য তোমাদের
অত্যন্ত সহজে তাই পেলে দেখা মরণ ফাঁদের
এ দিনের ভুঁইফোড় আগামীতে হবে অভিজাত
এবং ঘুচিয়ে দেবে পাকে চক্রে জাতির বরাত
অতঃপর নয়া কৃষ্টি দিয়ে যাবে তাদের আউলাদ
পাওনি কি পূর্বাভাস,- অনাগত সভ্যতার স্বাদ?

''উদার আনন্দলোকে বসতি এখন তোমাদের,
প্রয়োজন হয় না তো তাই কোন নীতি ও বাঁধের
নির্বাধ আনন্দ স্রোতে রসায়িত রাত্রির মউজে
ভেসে চলো নির্বিকার রসাতল যাত্রী চোখ বুঁজে।
উদ্দাম ফূর্তিতে সেই বৈধাবৈধ, ন্যায় বা অন্যায়
বুদ্ধি ও বিবেক ভাসে-খড়কুটো আনন্দ বন্যায়।

"সুদৃঢ় সংকল্প নয়, উচ্ছ্বাস অথবা উত্তেজনা
অকর্মে কুকর্মে শুধু তোমাদের জোগায় প্রেরণা।
যদিও ভাণ্ডার শূন্য, তবু দেখি তামাসার ঘর
চলচ্চিত্র কেন্দ্র রূপে ছেয়ে ফেলে পল্লী ও শহর!
লভ্যাংশ সহজে মেলে নগ্ন চিত্র পরিবেশ নেই
নীতির ব্যাপারে তবু এই কর্মে কারু চিন্তা নেই।
আদবের মহফিলে হামেশাই ক'রে বেয়াদবী
এ যুগের কীর্তিমান চায় মুক্ত 'প্রগতির' ছবি।
উচ্ছৃঙ্খল ভাবধারা ছিল যা দূরের আস্তাবলে
উত্তরাধিকারী তার এক সাথে চলে দলে দলে।

"নিতান্ত 'প্রগতিশীল' হল তাই নির্লজ্জ মাতাল।
'প্রগতিবাদিনী' যাঁরা নন তাঁরা গৃহের কাঙাল,
মাতৃত্বে সম্পূর্ণ ফাঁকা নারীত্বেও পুরাপুরি মেকী
কাজে বা কথায় তবু কোনখানে নাই মুনাফেকী!

www.pathagar.com

বিশ্বরূপে প্রকাশিত সারাক্ষণ, প্রেমে অচেতন,
জোড়া তালি দিতে ব্যস্ত ঘুণ-ধরা ঘূর্ণীগ্রস্ত মন।
সংসার-বন্ধন-মুক্ত নির্বিচার আনন্দে আছেন,
প্রতিটি মুহূর্তে শুধু নবতর সঙ্গীরে যাচেন,
যদ্যপি সেয়ানা ঘুঘু পুরাপুরি না প'ড়ে খপ্পরে
ছড়ায় ব্যাধির বীজ প্রতি দিন শহরে, বন্দরে।

"বহু মজাদার দৃশ্য অতঃপর দেখি পথে ঘাটে
'নয়া প্রগতির' নামে নিরুদ্ধ যা থাকে না কপাটে।
'বিজ্ঞান-সম্মত' পথে গুরুভার হয় লঘুভার,
যে কারণে সমাধান সকল জটিল সমস্যার
হয় অতি সহজেই। বিচ্ছেদ, মিলন সমতুল
নট নটী রঙ্গমঞ্চে শয়তানের হাতের পুতুল,
জোড় বাঁধে জোড় খোলে, যত্রতত্র মেলে বা হারায়
ভাবেনি যতটা কেউ মীর জাফরের জামানায়।
অন্তত তখনো ছিল চক্ষুলজ্জা, কিছুটা শরম,
নির্লজ্জ পশুর বৃত্তি হয় নাই এতটা চরম।

"নর্দমা দর্শনে তাই পরিপূর্ণ কৃষ্টির ময়দান
তর্কে ও বিতর্কে তোলে পেয়ালায় প্রচণ্ড তুফান!
নির্জলা বেহায়াপনা পথে ঘাটে দেখি হামেশাই
তবু দেয় লজ্জাহীন মননের বিশুদ্ধ দোহাই।
নির্ঘাত কুব্জের পক্ষে চিৎ হয়ে শোওয়ার শামিল
বিকলাঙ্গ সে মনন দেখে শুধু ঘূর্ণিত নিখিল।
যদ্যপি বিদ্রোহ তার মানবিক ঐতিহ্য বিরোধী
লেহন সুবাদে থাকে আঁকড়িয়ে বিজাতীয় গদী!
জীবনের সার্থকতা চায় কেউ নিঃশেষ মরণে
সমস্যার সমাধান পায় কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে।

"যেমন বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো, তেমনি এ সব
'মহাত্মা' মনীষী' 'গুণী' সদা আত্মপ্রচারে সরব
প্রতিষ্ঠার পথে ব্যস্ত ব্যক্তিস্বার্থে আত্মপূজা নিয়ে

www.pathagar.com

মতলবের বাঁকা পথে যায় 'প্রতিদ্বন্দ্বীকে' সরিয়ে,
এবং ফাঁক চক্রে পায় খুঁজে সাফল্যের পথ,
হিক্‌মত না পেয়ে তাই পায় জাতি হামেশা হুজ্জৎ।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত যাঁরা দূরান্তরে করেন সফর
তাঁদের অনেকে জানি ব-কলমে করেন স্বাক্ষর,
জ্ঞানে গুণে সমতুল্য, চারিত্রিক শক্তিতে অটল
দূর দেশে যথারীতি করেন জাতির মুখোজ্জ্বল
চালিয়াতি ক'রে কেউ 'কীর্তি' ফের ছড়ান হাওয়ায়!
'পায়না হাজীর খ্যাতি গাধা যায় যদিও মক্কায়।'

"আলোকপ্রাপ্তেরা যত, কারু আর নয় অগোচর;
অভিনেতৃ জীবনের ছোটখাট প্রতিটি খবর।
আদর্শ কর্মীর কথা শুধু আজ হয় বিস্মরণ,
বৎসরান্তে একবার যে ভুলের দেখি সংশোধন।
স্মরণ বার্ষিকী আসে শানদার উৎসবের মত
পরবর্তী কার্যক্রমে আদর্শটা থাকে না অন্তত।
গঠিত চরিত্র দেখে প্রাণে আর জাগে না সংশয়,
শিক্ষার উদ্দেশ্য যেটা পেয়েছে তাপূর্ণতা নিশ্চয়!
যে কারণে সমাজের আশাস্থল অসংখ্য বর্তিকা
কখনো নির্লিপ্ত সত্তা কখনো বা খাঁটি গড্ডলিকা,
মিশে যায় কখনো বা লক্ষ্যহারা হুজুগে;- হাওয়ায়
কৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ চর্চা চলে খাসা অন্যের খর্চায়।

"আদর্শ চরিত্র বটে! ....তাই দেখি অগণ্য বেকার
ভিক্ষাবৃত্তি মেনে চায় সমাধান সব সমস্যার !
গোলামী যুগের শিক্ষা মেনে নিয়ে তাই আপাতত
কেরানী কূলের লক্ষ্যে বুদ্ধিমান চলে ক্রমাগত।
উন্নত কৃষি ও শিল্প কার্য্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, তাই
মূর্খের আসরে জমে পরিপক্ক ভরসা হাওয়াই!
অন্তিমে সুদূর জেনে নিরুপম পরিচর্য্যাগার
মড়কের বধ্য জীব নারী নর মরে বেশুমার।

www.pathagar.com

"দিগন্তবিস্তৃত মাঠ প'ড়ে থাকে অসংখ্য কাজের,
মেলে না সঠিক কর্মী মেলে ঠাট সজ্জা বা সাজের!
দলে উপদলে ছিন্ন এ যুগের মহৎ কর্মীরা
প্রকৃত কাজের চেয়ে চায় বেশী ক্ষীর কিম্বা ক্ষীরা,
আদর্শের চেয়ে বেশী হয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আশিক;
নগণ্য সঞ্চয় নিয়ে কেউ ফের হয় উন্নাসিক!
কাহিনীর ক্ষুদ্র ভেক দিরহামের মালিক যেমন।
বেকুবের অহমিকা সর্বস্তরে দেখি যে তেমন।

"যদিচ বড়াই শুনি বহু ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানের
কার্যকালে ভূমিকাটা দেখি তবু 'চিচিং ফাঁকের'।
গোটা দুনিয়ার বুকে কেউ আর দেখেনা যেমন–
এখানে বিজ্ঞানবিদ, গবেষক আদৃত তেমন!
কাজেই যখন বিশ্ব ছুটে চলে বিজ্ঞানের পথে
এখানে আঁধার জমে অজ্ঞতার নিকষ পর্বতে।
অন্যত্র যখন দেখি মরু মাঠে ফলে সোনাদানা
তখন উর্বর দেশে শুনি খাদ্য ঘাটতির বাহানা!
অধিকন্তু দেখি চেয়ে পথ খুঁজে চোরাচালানের
'সৎ ব্যক্তি' নেন ভার কাঁচা মাল সরবরাহের।

"বাজারে বা তেজারতে দেখি শুধু ধোকার কারবার,
মেলেনা কুত্রাপি ধলো,সকলি তো 'কালোর' ব্যাপার,
'কালো বিদ্যাবিশারদ' সকলেই অবৈধ চালানে
অতিরিক্ত মুনাফায় চায় কেউ বসতি দালানে।
মৌজুদে অভ্যস্ত যারা এ ব্যাপারে পুরা সহায়ক
সুযোগ সুবিধা মত হেনে যায় সর্বত্র শায়ক,
সর্বদা বহাল রেখে এক ভাবে কৃত্রিম আকাল
সম্মিলিত ভাবে করে সঞ্চয়ের তিলটাকে তাল;
অথবা অতলস্পর্শী উদরের বিরাট গহ্বরে
কওমের রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা নেয় সব ভ'রে!
মুনাফার মাঠে সেই 'এক চক্ষু' অতৃপ্ত রাক্ষস
সর্বদা সযত্নে মুখে টেনে রাখে 'জাতীয়' খোলস!

www.pathagar.com

"নেতৃত্ব ব্যাপারে পাই সব চেয়ে জবর খবর,
বাহ্যত নিঃস্বার্থ কেউ, কেউ কৃপা ভিক্ষায় তৎপর,
তর্জনে বিপ্লবী কেউ- কেঁদো বাঘ তেঁতুল তলার,
সূফীর খোলসে কেউ মিহিকণ্ঠ বিল্লী চৌকিদার,
সুদূর পল্লীতে কেউ, কেউ ফের পুরানা পল্টনে
আলোর বদলে ধোঁয়া দিয়ে যায় রঙিন লণ্ঠনে।
তাল-বিশারদ কেউ স্বদেশে বা সুদূর বিদেশে
গদীর খাতিরে শুধু নীতিটাকে করে এক-পেশে।
সে গদীভিত্তিক ধারা আদর্শের জানিয়ে দোহাই
গদীটা দখল মাত্র ক'রে যায় আদর্শ কামাই।
মেটায় মুরুব্বীয়ানা চালে কেউ আজন্মের সখ
এবং সুযোগ পেলে সহজেই সাজে সে ভক্ষক;
তবু তার চার পাশে 'সজ্জনেরা' করে ছুটোছুটি
রুই কাত্‌লা বেঁচে যায় সসম্মানে, মরে চুনোপুটি!
বহুবিধ বঞ্চনায় মগ্ন থেকে সারাটা সময়
নেতা, উপ-নেতা করে সেয়ানা কাকের অভিনয়,
খিদমত করার চেয়ে নিজেরাই চায় যে খিদমত
সব হিস্যা কেড়ে চায় নিজেদের বাড়ন্ত কিসমত!
সাত পুরুষের পথে উপার্জন এক পুরুষের
এ ভাবে পোড়ায় ভাগ্য সুপ্তিমগ্ন ঘুমন্ত জাতের!
অগণ্য সমস্যা তাই পরিবেশ পেয়ে অনুকূল
বর্ধিত প্লীহার মত শেষ করে অস্তিত্বের মূল।

"সুকৌশলে ভূমিকাটা বাদ দিয়ে মূল নায়কের
যেমন দেখায় যাত্রা-অধিকারী খেলা সাফাইয়ের
'ইসলামী সমাজে' তাই দেখি আজ বিস্ময়ে তেমন
পায়না কোথাও পাত্তা ইসলাম বা জনসাধারণ।
নাট্যমঞ্চ জুড়ে থাকে সে সব কৌশলী ধুরন্ধর
জাতিকে গড়ার চেয়ে চায় যা'রা জাতীয় কবর!
শিয়ালের চেয়ে দ্রুত বদলায় যা'রা মত, পথ;
এ ভাবে তা'রাই নাকি পালটাবে জাতির কিস্‌মত।

www.pathagar.com

"ভাড়াটিয়া চিন্তাবিদ, পেশাদার দুষ্ট বুদ্ধিজীবী
চিরন্তন প্রথামত কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধির টিবি
এক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে মারে ছুঁড়ে মতলবের ঢিল,
ইবলিসের খেলা দেখে অতঃপর হাড়ি ও পাতিল!
ক্রমাগত গন্ডগোল চলে তাই মত বদলের,
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে চলে খেলা পথ বদলের।
দল বদলের মাঠে আনুগত্য মতলবের পায়ে
অস্বীকার করি না যা',-আমাদেরও দিয়েছে হারায়ে।

"সংখ্যাহীন গ্রাম,পল্লী বাদ দিয়ে, শহর সাজিয়ে
নিজেদের জয়ঢাক প্রেমানন্দে নিজেরা বাজিয়ে
যে সব করিৎ-কর্মা খ্যাতিমান হন সহজেই
মেটাতে তাঁদের দাবি কারু আর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নেই।
অথচ অখ্যাত যা'রা পল্লীকর্মী নিঃস্বার্থ সেবক
তোমাদের চোখে তারা 'গ্রাম্য প্রতিক্রিয়ার বাহক'।
পেণ্টুলান পূজা পায় যে অঞ্চলে, সেখানে মানুষ
অদ্ভুত সম্মানী পেয়ে হ'য়ে যায় বেচাল বেহুঁশ।

"কৌশলে দখল ক'রে যাবতীয় পিষ্টক বা পিঠা।
এ দিকে অনেক ধূর্ত চাষ করে স্বজাতির ভিটা!
কাজের নমুনা দেখে প্রাণে আর জাগে না সংশয়,-
কি সুবাদে, কোন সূত্রে পায় এরা প্রেরণা দুর্জয়।
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে হুঁশিয়ার নাস্তিকের চেলা
দুর্বুদ্ধির তাড়নায় মধ্য দিনে মুন্ডে মারে ঢেলা!
সকল সমস্যা ছেড়ে শয়তানের হাতে,- সমাধান
আদর্শের ধ্বজাধারী চায় ঢের 'সাচ্চা' মুসলমান।

"পুরাপুরি দুর্নীতির বুনিয়াদে নীতির মন্‌জিল
গ'ড়ে নিতে আনে কেউ ব্যাখ্যা আর বাক্যের মিছিল।
ফরজ তরক ক'রে চায় ফের 'ইজতেহাদ' কেউ,

www.pathagar.com

সিংহের খান্দানে এসে অনর্থক ভীড় করে ফেউ!
বাক্যবাণে সারাক্ষণ করে কর্ণ পটাহ জখম
ইসলামের নাম নিয়ে করে খাসা ইসলাম খতম
ভাঁড়ায়ে 'মুস্‌লিম' নাম কিম্বা তুলে 'ইস্‌লামী' আওয়াজ
কে না জানে অতঃপর স্ফীতোদর হয় ধোঁকাবাজ,
ধর্মনিরপেক্ষ তবু অপরূপ ধর্মের মুখোশে
সুযোগ সুবিধা মত মুনাফার মাঠ যায় চষে।

''আদর্শের পরিবর্তে চল্‌তি মত কিম্বা উত্তেজনা
দিকভ্রান্ত জনতাকে এ জমিনে জোগায় প্রেরণা।
সমস্যা-সংকুল পথে যে কারণে খড়ের আগুন
নিভে যেয়ে মুহূর্তেই অন্ধকার বাড়ায় দ্বিগুণ।
অতঃপর যা হওয়ার হয় তাই;- সুরের মূর্ছনা
দেয় না সাফল্য এনে; পথ প্রান্তে মরে উত্তেজনা।

"হল্লা হুজুগের দেশ, দুর্ভিক্ষ বা মড়কের দেশ
আশ্চর্য্য পন্থায় খোঁজে সম্মানী বা সম্মান অশেষ।
সমস্যা এড়িয়ে যেতে রঙ্গমঞ্চে ক'রে অভিনয়
যাত্রার বীরেরা যত কার্য্যকালে থাকে অসংশয়।
কখনো নিস্ক্রিয় প্রাণ শূন্য মার্গে কল্প ইমারত
গ'ড়ে নিয়ে পৃথিবীকে দেখায় আশ্চর্য্য খিলাফত!
ব্যর্থতায় মিশে যায় কর্মহীন কাহিনী সরব,
হয়না বোর্রাক জেনো অশ্বতর অথবা গর্দভ।

"নিতান্ত ফক্কড়, মূর্খ, অনভিজ্ঞ নির্বোধ হেকীম
বিপরীত নোস্‌খা এনে যে পন্থায় দেন অশ্ব-ডিম
বিপরীত কাজ ক'রে সে পথেই ঢের বুদ্ধিমান
এ যুগের ভূমিকায় ব্যর্থতার রসদ জোগান!
যখন মুমূর্ষু রোগী সংজ্ঞাহারা মরে অনাহারে,

www.pathagar.com

তখন নৃত্যের দিশা মহা বিজ্ঞ দিয়ে যান তারে!
যখন মৌসুম চলে চুরি আর কালবাজারের
তখন দাওয়াই দেন কাওয়ালি বা গাজীর গানের!
অবুঝ আদর্শবাদী বোঝেন না এই পরিস্থিতি,
বাঁচাতে নিজের মান সর্বদলে খোঁজেন সম্প্রীতি!

"মহিষের কাছে যদি পৃথিবীর দাও সমাচার
তবু সেই চতুষ্পদ বৃক্ষতলে রবে নির্বিকার!
সমস্যা সংকুল দেশে সমস্যা তো দেখি অফুরান
তবু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড নির্বিকার প্রৌঢ় বা জোয়ান!
পেশাদার কর্মী রূপে করে যা'রা মঞ্চে আরোহণ
অতি প্রয়োজনে তা'রা করে শুধু চর্বিত- চর্বণ।
কিন্তু সে কথার কথা,লম্ফ ঝম্ফ নিত্য নৈমিত্তিক
মতলব হাসিল মাত্র হয়ে যায় নিতান্ত বেঠিক!
খাদ্য, স্বাস্থ্য , শিক্ষা, অর্থ সমস্যার কঠিন কবলে
পূর্বাপর একভাবে পঞ্চত্বের পথে শুধু চলে।

"তবু কি মহৎ ভাব, কর্মী দল নিশ্চেষ্ট উদার
অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে সমাধান চায় সমস্যার,
বড় জোর বাক্য বুনে এ যুগের সরাইখানায়
প্রচণ্ড তুফান, ঝড় তোলে টেনে ক্ষুদ্র পেয়ালায়।
এবং তাদের সাথে 'চিন্তাবিদ' হায়াত দারাজ
চিন্তা করো স্বপ্নযোগে পেয়ে যাবে অভীষ্ট সমাজ!
স্বপ্নের শা'জাদী সেই স্বপ্নঘোরে হয় অদর্শন
মনে পড়ে 'নাস্কার' বা নাসীরের ভূমিকা তখন।

"নিষ্ক্রিয় থাকার ফল,- দৈন্য আর হীনমন্যতার
মারাত্মক ব্যাধি খোলে অপরূপ মৃত্যুর দুয়ার,
যে কারণে মুখাপেক্ষী হও আজ প্রতি পদক্ষেপে,
পাওনা সান্ত্বনা, শান্তি ধার করা পোশাকে, প্রলেপে।
অথবা কাজের মাঠে নাম দেখে শূন্যের পাতায়
পূর্ণ ফসলের দিনে হাত ওঠে অজান্তে মাথায়।

www.pathagar.com

"সবার পশ্চাতে চলা রীতি কিম্বা প্রথা তোমাদের
কেননা সময় তাতে পাওয়া যায় লক্ষ গীবতের,
সুপ্রচুর অবকাশ পাওয়া যায় চোগলখোরীর
পাওয়া যায় বেশুমার কাজ নষ্ট করার ফিকির!
জাগতিক প্রয়োজনে বেড়ে যায় যদিও অভাব
দুশ্চরিত্র প্রাণী তবু বদলাতে পারো না স্বভাব।

"দুর্নীতির পথে যত প্রাণ নিয়ে হয় টানাটানি,
মৃত এ নদীর দেশে খাও যত নাকানি চুবানি,
অথবা মৌজুদ মাল নেয় যত চুহার সর্দার
সীমান্তের পরপারে;—সমভাবে থাকো নির্বিকার।
ডাঙায় চালাবে নৌকা এই যদি ভেবে থাকো আজ
তাহ'লে আষাঢ়ে গল্প শোন আরো হায়াত দারাজ!
অসংখ্য ভাওতায় সব সমস্যার হবে সমাধান,
স্বজাতিকে নিয়ে পাবে ইজ্জতের সাজানো বাগান।

"শুধু এ দিনেই নয়, ইতিহাস আগামী দিনের
স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য দেবে তোমাদের পূর্ণ সাফল্যের,
এবং এ 'সুকর্মের' ফলভোগী পরবর্তী যা'রা
স্মরণ মিনার তুলে রাত্রি দিন দেবে তা পাহারা!
কেননা কীর্তির চেয়ে বহুলাংশে তোমরা মহৎ,
কার সাধ্য আছে আর তোমাদের করে বেইজ্জৎ?
সর্বদা নিষ্ক্রিয় থেকে কিম্বা ঢের অপকর্মে ডুবে
যে ফাঁদ পেতেছো তার তুল্য নাই পশ্চিমে ও পূবে।

"নোঙ্গর না তুলে শুধু চালায় যে নৌকা সারা রাত
অবশ্য হয় না তার গম্য স্থলে রজনী প্রভাত।
যত নির্বিকার, ধীর হোক সেই মূর্খ গাঁজাখোর
রাত্রির প্রয়াস তাকে দেয় শুধু শূন্যতার ঘোর!

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বিষ চাপা দিতে যে অপপ্রয়াস
গীবতের মাঠে নেমে টানে সে অন্যের ইতিহাস।

"মীর–জাফরের দোষ দিতে আজ সকলে উৎসুক
নিজেদের দোষ দেখে তারপর উঁচু কোরো মুখ,
ছিদ্রান্বেষী প্রাণে যদি অতঃপর থাকে আরো শখ
বলো তবে অকপটে কা'রা বেশী বিশ্বাসঘাতক!
তোমরা অথবা আমি? বেঈমানী কে করেছে বেশী?
বিস্মৃত কাহিনী টেনে কেন ফের করো রেশারেশী?

কেন মরো উল্টা চালে?....বলো আজ স্থির ক'রে মন,
কি কারণে তোমাদের উথানের পূর্বাহ্নে পতন?

"আমাদের ভাগ্যে যেটা জুটেছিল উথানের পরে
কি ভাবে এল সে এত দ্রুত গতি তোমাদের ঘরে?
তাজ্জব ব্যাপার বটে, উথানের পূর্বেই পতন
অদ্ভুত প্রতিভা বলে অঘটন হয় সংঘটন!
যদিচ মৃত্যুর পরে হ'ল কিছু স্মৃতির বিভ্রম
মনে হয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তটা রীতিমত কম।

"তাই প্রশ্ন জাগে প্রাণে স্বভাবত, কও 'চিন্তাবিদ',
এই দুর্গতির মূলে আছে কার প্রাণের তাকিদ?
আমার না তোমাদের? আদর্শকে লন্ডভন্ড করে
কে বা কা'রা এ জাতিকে নিতে চায় প্রত্যক্ষ কবরে?
কে খুঁড়ছে এই গর্ত ? প্রতিবাদ না ক'রে কার্যত
সাহায্য ক'রেছে কা'রা এ ব্যাপারে কও প্রথমত।
মওতের আলামত দেখি আজ কেন সর্ব ঠাঁই?
বাচনিক আদর্শের মর্মে কেন প্রাণ বস্তু নাই?

"বলো আজ খোলাখুলি এ প্রশ্নের জানাও উত্তর
কার দুর্নীতির ফলে দেখা দেয় সম্মুখে কবর?
আমরা না তোমাদের? স্বদল বা স্বজন তোষণে

www.pathagar.com

কে বা কা'রা এ জাতিকে সর্বস্বান্ত করে প্রাণপণে?
চোরাচালানের পথে কে পাঠায় রক্ত স্বদেশের?
সমাপ্তির কোন চিহ্ন নাই কেন কালবাজারের?
স্বাবলম্বী চিত্তে কেন আজ ফের জেগেছে আন্দেশা?
চুরি, জুয়াচুরি, ভিক্ষা কেন হ'ল উচ্চাঙ্গের পেশা?
সত্য ভাষণের শক্তি কেন নাই অহিফেন সেবী?
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় করো নাকি আজ মোসাহেবী?

"নিতান্ত হারামখোর হারামেই যার জারিজুরি,
হারামে যে পরিপুষ্ট সে কেন দেখায় বাহাদুরী?
প্রকাশ্যে বা চুপিসারে যে বেড়েছে হারামের মালে;
যে ফোলে জাতিকে চুষে, কেন তার নির্লজ্জ কপালে
দাও ইজ্জতের ঢেরা? চোর কিম্বা পাকা জুয়াচোর,
মতলবী মৌজুদ-দার অথবা যে ধূর্ত ঘুষখোর
শুধু হারামের মালে পায় না কি সর্বত্র সম্মান?
'অভিজাত' ব'লে মান পায়না কি তাদের সন্তান?
"তাদের দুয়ার থেকে পরিত্যক্ত "প্রসাদ" কুড়ায়ে
আসেনা কি প্রতি দিন পরিতৃপ্ত লাঙুল ঘুরায়ে
আদর্শের ধ্বজাধারী?

"জ্ঞানপাপী, শেয়ানা মিথ্যুক,
ওয়াদা খেলাফ-কারী হয় না কি ভাবের ভাবুক?
ক্ষেত্রভেদে বহুরূপী প্রয়োজনে বদলিয়ে রঙ
চায় না কি সুকৌশলে শুনে যেতে স্তুতির সারং?
দুষ্কৃতিকারীর স্বার্থ বাঁচায়ে কুচক্রে অবিশ্রাম
চায় না কি তা'রা আজ মনে গড়া, 'কল্পিত ইসলাম'?
একান্ত অপরিহার্য্য বৈধ যেটা -ভন্ডের প্রভাবে
দুর্নীতির দশ চক্রে পড়েনি কি ছাঁটাই প্রস্তাবে
সঙ্গীহারা;অসহায়?

www.pathagar.com

"তোমরা তো নিমকহালাল
প্রতিদিন তবে কেন বেড়ে ওঠে অবৈধ জঞ্জাল?
পতনের ইতিহাস যদি জানো প্রাচীন জাতির
নষ্টের গুরুকে তবে কেন করো প্রকাশ্যে খাতির?
আদর্শবাদীর ভাঁওতা কেন দাও? কি আছে যোগ্যতা?
ঈমানে, আমলে আজ দেখাওনি চরম ব্যর্থতা?
মর্দে মুমিনের কাজ কি করেছো মর্দে মুজাহিদ?
কি আশায় শাল বৃক্ষ হতে চাও ছত্রাক- উদ্ভিদ?
কেন এ মানের কান্না?

"কি কারণে পাও না ইজ্জৎ?
মীর- জাফরের দোষে কাটা গেল সবার কিস্‌মৎ?
তাই দেখ প্রতি ক্ষণে ব্যর্থতার সরণি পিচ্ছল?
সাফল্যের পথে তাই গড়খাই রয়েছে অতল?
উঁচু শিরদাঁড়া তাই মাটি ছোঁয় আজ অকারণে?
বিকায়ে সর্বস্ব তাই মরো মূর্খ পরানুকরণে
মীর-জাফরের দোষ সর্বাংশে কি? সওয়াল আমার
পারো তো জবাব দাও আজাদীর নিশানবর্দার।

"জাতীয় ঐতিহ্য কেন অবলুপ্ত? কেন বেশী মান
পায় আজও পথে ঘাটে ধার করা বুলির সন্তান?
বিলাসী বানর যত এক মাত্র লেবাসের জোরে
যত্রতত্র চলে ফিরে কেন ঠাঁই পায় সমাদরে?
কেন দিন অযোগ্যের? যোগ্যেরা নিখোঁজ কি কারণে?
প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী কেন পায় পঞ্চত্ব ক্রন্দনে?
ফিরিঙ্গী, ব্রাহ্মণ কেন জুড়ে থাকে কৃষ্টির ময়দান?
তোমার নিজস্ব মাঠ কেন অনাসৃষ্টির ময়দান?
জঙ্গী জোয়ানের শিক্ষা কেন আজ নেয় না তরুণ?
বৈষ্ণব সঙ্গীতে মত্ত মরে কোন ঈশ্‌কের দরুণ?
হওনা উপুড় হস্ত, কি কারণে হাত পাতা সার?
উত্তরাধিকার কেন ছাড়ো নাই গোলামী শিক্ষার?
পাশ্চাত্যের ন্যাক্‌ড়া কেন গলবন্ধ হ'ল তোমাদের?

www.pathagar.com

সাহিত্যে, জীবনে কেন চাও ছবি বিদ্যাসুন্দরের?
কেন গৃহ শান্তিহীন? কদর্য্যতা কেন এ রাত্রির?
মুক্ত পথে কেন ভীড় দুষ্ট নর 'দ্রষ্টব্য নারীর'?
কেন এ বেহায়া কান্ড অনাচার কেন দেশ জুড়ে?
সামাজিক নৈতিকতা নেমে যায় কেন আস্তাকুঁড়ে?
উল্টা বুদ্ধি দার্শনিক কেন ছোড়ে শূন্যতায় ঢিল?
কেন পায় সেরা কক্ষে পূঁজীবাদী কঞ্জুষ বখিল?
উচ্চাসন পায় কেন নীতিহীন রাজনীতিবিদ?
ভ্রষ্টের বন্দনা গানে কেন পাও অন্তরে তাকিদ?
সমাজের সর্ব স্তরে কেন দেখি এ হীনমন্যতা?
চৌর্যে কেন প্রবণতা ? কেন বাড়ে অকাজে দক্ষতা?
কেন নাই মূল্যবোধ? ন্যায় নীতি হারালো কোথায়?
জাতীয় সম্পদ কেন অবলুপ্ত রাত্রির ছায়ায়?
দু'দিনের ভাগ্যবান! চর্তুদিকে কেন দেখ আজ
ভূখ মিছিলের সারি ? কেন বাড়ে ভিখারী সমাজ?
কেন এই মুক্ত দেশ অজ্ঞতা ও আকালের দেশ?
অভিজ্ঞের পরিবর্তে কেন হ'ল মাকালের দেশ?
মেহনতের মাঠে কেন তোমাদের জুলফি দেখা দায়?
জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা কেন আজ উঠেছে শিকায়?
সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে কেন ফের বাড়াও হুজ্জৎ?
দুনিয়ার তেজারতে কেন বৃথা দাও খেশারত?
মুস্‌লিম জামাতে কেন নাই আজ ঐক্য-ইত্তেহাদ?
রক্তিম উষায় কেন নেমে আসে ব্যর্থতা বিস্বাদ?
মিল্লাত শতধাছিন্ন কেন ফের বিভেদের পথে?
কেন থামে অগ্রগতি জড়তায় বাধার পর্বতে?
কেন করো কমজোর প্রতিদিন কওমী সত্তাকে?
সবি কি আমার দোষ?

"ভেবে দেখো দুষ্কর্মের ফাঁকে,
চরম মৃত্যুর আগে যদি খুঁজে পাও অবসর
আমাকে রেহাই দিয়ে নিও শুধু নিজের খবর।
ভেবে দেখো স্থির চিত্তে খুলে মুক্ত বুদ্ধির দুয়ার

www.pathagar.com

শুধু কি জাফর একা স্বার্থান্ধ, দ্বিপদ–জানোয়ার?
ভেবে দেখো একবার খুলে রুদ্ধ দৃষ্টির ঝরোকা
উদ্ভ্রান্ত জাতিকে নিয়ে কে বা কা'রা দিল বেশী ধোঁকা?
ভেবে দেখো বুদ্ধিমান বিবেকের সতর্ক প্রহরী
কোন পাপে কার দোষে ডুবুডুবু সৌভাগ্যের তরী।

"এ জোড়াতালির নৌকা লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার আগেই
ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে ফের কি কারণে হারায়েছে খেই
সে কথাও ভেবে দেখো; ভেবে দেখো তোমার আমার.....।
মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু...। গিরি না কান্তার?

"তোমার যুগের সাথে অস্তমিত আমার যুগের
মিল আছে বহু ক্ষেত্রে। বাদ দিলে পন্থা হুজুগের
অন্তত নৈতিক দিকে কোনখানে পাবে না অন্যথা;
প্রসঙ্গত আমি আজ বলি সেই লজ্জাকর কথা

"আদর্শবর্জিত জাতি দুশ্চরিত্র সে যুগে যেমন
চারিত্রিক দীনতার ছবি দেখি এ যুগে তেমন!
সে দিন স্বার্থের চক্র দেখেছি যেমন সব খানে
তেমনি চক্রান্ত দেখি এ যুগেও মোহমুগ্ধ প্রাণে!
সমাজের সর্ব স্তরে সে দিনের মত দেখি আজ
কাজের বদলে শুধু অপকর্ম অথবা কুকাজ!
জাফরের জামানায় ছিল যত কথার ফানুস
এ যুগেও সবিস্ময়ে দেখি আছে তত অমানুষ!

"অত্যাচারী ঘোষকের মুখ চেয়ে সে যুগ যেমন
হয়েছে দ্বীনের ব্যাখ্যা, –এ যুগেও দেখি যে তেমন।
বাঁচাতে বিশেষ স্বার্থ কওমের হক মেরে তাই
এ যুগের 'আলেমের' অপব্যাখ্যা কম দেখি নাই।
মেটায়ে খেয়ালিপনা জালিমের দেখাতে কৌশল
মৌজুদ র'য়েছে ঢের এ যুগের ফৈজী বা ফজল।
সব কুকর্মের গ্লানি চাপা দিয়ে আমার গর্দানে
পাবেনা রেহাই তুমি আজাদীর বেবাহা ময়দানে।

www.pathagar.com

"উচ্ছৃঙ্খল নারী, নর, মোসাহেব, দালাল, শোষক
নির্লজ্জ, মিথ্যুক, ধূর্ত,–দুর্নীতির যে পৃষ্ঠপোষক
সে দিনের মত দেখি এ দিনেও র'য়েছে মৌজুদ।
ইবলিসের চেলা নেয় চক্রবৃদ্ধি হারে তার সুদ
বিগত রাত্রির কোন প্রতিশোধ সুযোগে ওঠাতে!
এ দিনের শিল্পী, কবি যে কাহিনী চায় না ফোটাতে
তুলি বা কলমে, কিম্বা ধামাচাপা চায় দিতে যাকে
কলঙ্কিত ক'রেছে সে এক ভাবে তোমাকে আমাকে।
কাজেই সমান প্রাপ্য পাও যদি সম কর্মফলে
বিস্ময়ের অবকাশ রবে না কিছুই ধরাতলে।

"ঈমান আনার চেয়ে রাখা তারে যেমন কঠিন
তেমনি কঠিন জেনো রক্ষা করা আজাদীর দিন,
সামান্য শৈথিল্য, ত্রুটি দেয় তাকে সহসা নিভিয়ে;
জেনেছি এ কথা আমি স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।
কিম্বা আজাদীর মাঠে যদি আর না থাকে যোগ্যতা
নেমে আসে একদিন অতর্কিতে চরম ব্যর্থতা!
দেখা দিলে বেঈমানী আদর্শের ক্ষেত্রে যথাযথ
গোলামী তক্‌দির শুধু নেমে আসে লানতের মত;
অতঃপর ব্যর্থ হয় বহুবিধ সংগ্রাম–সাধনা
কলিজার রক্তে শুধু সে পাপের জেনেছি মার্জনা।

"বুঝেছিল এই কথা বেরিলির মুক্ত মুজাদ্দিদ,
আজাদী জেহাদে সেই সিংহ–প্রাণ হয়েছে শহীদ।
তার লক্ষ অনুগামী, মুজাহিদ নির্ভীক, দিলীর
কলিজার তাজা খুন দিয়ে গেছে পথে আজাদীর।
সুবহে উম্মীদের মত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রাণের
শহীদী জামাতে দেখে ম্লান মুখ মীর–জাফরের
তাদের সম্ভ্রম দেখে পলাতক হই আমি ভয়ে,
তাদের সাফল্য দেখি দূর হতে সলজ্জ বিস্ময়ে।

www.pathagar.com

"কিন্তু তোমাদের কাছে কোন শংকা কোন লজ্জা নাই,
নিতান্ত কৃপায় শুধু আমি আজ এ কথা জানাই,
কেননা যে ভাবে আজ ইতস্ততঃ ছুটেছো সকলে
পৌছে যাবে তাতে জানি শুধু অপমৃত্যুর কবলে।
যাদু তেলেসমাত ঘেরা বাদগর্দ হাম্মাম যেমন
মিথ্যা মায়া মরীচিকা তোমাদের ঘিরেছে তেমন,
কওমের অগ্রগতি চাও আজ তোমরা সে ভাবে
অনেক সমৃদ্ধ জাতি লুপ্ত হল নিঃশেষে যে ভাবে।

"জ্ঞানী যারা দেখে শেখে, আহম্মক ঠেকেও শেখে না,
প্রত্যহ বাড়িয়ে তোলে শুধু তার মূর্খতার দেনা!
সে মূর্খ প্রাণীর খেলা যেন এক বেবাহা ময়দানে
ইবলিসের ইশারায় ছুটে চলে কাল মৃত্যু পানে,
সম্মুখে পরিখা তবু মানে না সে তার ভ্রান্ত গতি,
পতনের পূর্বক্ষণে জানে না সে ভয়ংকর ক্ষতি,
বোঝে না সে কোন মতে ব্যর্থতার কঠিন জিঞ্জির
নেমে এলে একবার মওকা নেয় দীর্ঘ শতাব্দীর।

"হুশিয়ার হও যদি এসো ছেড়ে মূর্খের তরিকা,
বাড়ায়ো না টেনে আর বেকুবের সুদীর্ঘ তালিকা।
যে কারণে বন্দী দশা,- নেমেছিল এ দেশে মরণ
গোলামীর সেই সূত্র-পাপগ্রন্থি করো উন্মোচন;
অন্যথায় তক্‌দির হবে মীর-জাফরের মত।
আপাত নিশানি যার সর্ব ক্ষেত্রে দেখি অব্যাহত
বেঈমানী, মুনাফেকী কিম্বা লক্ষ দুর্নীতির মূলে!
হারায়ে বিবেক বুদ্ধি আর যেন ভেসো না অকূলে!
উন্নত চরিত্র গুণে সমকক্ষ মীর-জাফরের
দেখো নিরুপম দৃশ্য নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্বের।

"সম্পূর্ণ আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতিকের
সঙ্গে দেখ পূঁজিপতি খুলেছে কি নর্দমা পাপের!

www.pathagar.com

আলেমের ভূমিকায় দেখ চেয়ে কারা চুপে চুপে
ধর্মকে চালাতে চায় শোষকের হাতিয়ার রূপে।
অসাধু, অসৎ যত ব্যবসায়ী কিম্বা কর্মচারী
দেখ জুয়াচুরি ঘুষে খোলে কোন মৃত্যুর কাচারি!
বিশুদ্ধ শিল্পের নামে পুরাপুরি যৌন বিজ্ঞাপন
ইল্লতের কান্ডে দেখ কোন বার্তা হয় উদঘাটন!
ভূঁইফোড় খবীসেরা সর্ব স্তরে করে আনাগোনা
সমাজ সত্তাকে দেখ কি পন্থায় করে তুলো-ধোনা!
অগ্রগতি দূরে থাক অস্তিত্বটা নিয়ে টানাটানি
দেখ অপরূপ দৃশ্য-'প্রগতির' নামে রাহাজানি!

"পালাবে কোথায় আজ? পালানোর পাবে না সড়ক,
দেখ চেয়ে চারদিকে সংখ্যাহীন সমস্যা, মড়ক।
পড়েছো নিজেরা ধরা যথারীতি স্বখাত সলিলে
পাবে না মুক্তির পথ কোন মতে, কারু দোষ দিলে।
মীর-জাফরের ঘাড়ে যাবতীয় বিচ্যুতি চাপিয়ে
পাবেনা সুরাহা কোন,-আদর্শের আলোক নিভিয়ে!
পাশ কাটানোর চিন্তা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরর্থক,
পলায়নী মনোবৃত্তি ক্রমাগত বাড়াবে পাতক।

"যে আদর্শ মুখে আছে কেবলি যা' র'য়েছে কথায়
জিন্দেগীতে তারে আজ রূপ দাও না রেখে হাওয়ায়,
বাস্তবে না নিলে তা'কে পাবে না তো লভ্যাংশটা তিল,
ফায়দা কিছু কোনমতে বাক্যালাপে হবে না হাসিল,
যতই করো না চেষ্টা প্রচারটা চালায়ে দৈনিক
কাঠের বিড়াল আর হবে না'তো মার্জার সঠিক।
আমার বক্তব্য যেটা কাজেই তা' বলি সবিনয়ে
কাজ করো কথঞ্চিৎ প্রাণটা না দিয়ে অভিনয়ে।

www.pathagar.com

"জেহাদী শিক্ষার স্মৃতি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে
করো তাকে মূলধন এ দিনের ঘৃণিত বিপাকে,
অতঃপর নেমে এসো সামগ্রিক কঠিন প্রয়াসে;
পাবে না সাফল্য খুঁজে কোনদিন নৈরাশ্য বিলাসে।
ঈমান, আমল ছাড়া কার্যক্ষেত্রে মুক্তিপথ নাই,
নীতি ও সততা বেচে কোনক্রমে পাবে না রেহাই।
বরং সে মূলধন বিক্রী করে নিজেই বিক্রেতা
হ'য়ে যাবে সর্বস্বান্ত ধূর্ত কিম্বা মূর্খদের নেতা।

"যেমন তা হয়েছিল একবার, মীর-জাফরের
জামানায় নেমেছিল যে কারণে রাত্রি দুর্যোগের
বংশপরম্পরা নীতি বিক্রয়ের বিষ-তিক্ত ফল,
বিরাট গহ্বর যাতে দেখা দিল সমুদ্র অতল
এবং ধূর্ত বা মূর্খ পেল যাতে সলিল সমাধি।
জোটেনি তখন ভাগ্যে পরিপক্ক কদলীর কাঁদি।
জুটেছিল একদা যা রহস্য বা আনন্দ মেলায়
আবু হোসেনের সেই তখ্‌ত গেল বখ্‌তের খেলায়।

"তারপর আহাজারি অতি দীর্ঘ যুগ যুগান্তের
পারেনি ঘোচাতে সেই বন্দী দশা-শৃঙ্খল পাপের
বহুবিধ প্রচেষ্টায় শ্বেত দৈত্য নড়েনি বিঘত।
সিন্দবাদ জাহাজীর ঘাড়ে যেন দুর্বহ লানত
জাতির গর্দানে চড়ে সেই পাপ যথা ইচ্ছা তার
নাকে দড়ি দিয়ে নিত্য ঘোরায়েছে পথে বেশুমার,
নিয়েছে ইজ্জৎ কেড়ে;- কওমের রস, রক্ত, প্রাণ
করে গেছে দীর্ঘ কাল দরিয়ার ও পারে চালান।

"অতঃপর যে পন্থায় গেলো সেটা-জানো সকলেই
শহীদের রক্তছাড়া এ রাষ্ট্রের অন্য ভিত্তি নেই।
উত্তরাধিকারী তবু নাই কেউ শহীদী গুণের
মুখে তাই সমারোহ সুপ্রচুর কালি ও চুনের।

www.pathagar.com

আদর্শের নাম নিয়ে ক্রমাগত জানিয়ে দোহাই
বিকৃত স্বভাবটাকে সত্য পথে নিতে পারো নাই।

"দুর্নীতিটা 'নীতি' আর নীতি হয় যেখানে দুর্নীতি
ভন্ডামীর পরিণতি–সেখানেই ওঠে শোকগীতি।
ইসলামের নাম নিয়ে করে গেছো যে হাত সাফাই
তারি পরিণামে দেখো আজ কোন স্থিতি, শান্তি নাই;
মৌলিক নীতির মাঠে করে নিত্য আত্মপ্রবঞ্চনা
পেয়েছো যা জিন্দেগীতে সে তো আর দেয় না সান্ত্বনা।

"চারিত্রিক গুণপনা পানি আর পায় না তো হালে!
কতটুকু থাকে বাকী চিনি তার মিষ্টতা হারালে?
অনাদৃত সব খানে, পরিত্যক্ত সকল বাজারে
গুণগ্রাহী চাও তবু প্রতি দিন হাজারে হাজারে,
অন্তঃসারশূন্য তবু দিতে চাও নূতন ইঙ্গিত;
বাহিরের আড়ম্বরে জাগে শুধু ছুঁচোর সঙ্গীত।

"হুনর হিকমত কার কতটুক, নাই তা' অজানা,
নির্ধারিত দিনে আমি আসি ছেড়ে গোরের বিছানা
জেনে নিতে পরিস্থিতি অতীতের অভ্যাসবশতঃ
রাত্রি পোহানোর আগে নিয়ে যাই খোঁজটা অন্তত;
সে সুবাদে রাখি আমি তোমাদের অসংখ্য খবর;
সে সুবাদে জানি আমি তোমাদের সম্মুখে কবর।

"যদিও বিস্বাদ কিছু প্রয়োজনে বলি সে কথাটা,
অগ্রগতি নাম নিয়ে পশ্চিমা তন্ত্রের পিছে হাঁটা
এ দিনের সেরা প্রহসন! যে নিজে পায় না পার
বিকলাঙ্গ সেই মত তোমাদের গর্দানে সওয়ার
মঞ্জিলের পরিবর্তে মৃত্যু পথ দেখায় কৌশলে।
মিল্লাতের গ্রন্থি ছিঁড়ে উল্লসিত তাই দলে দলে
বিকায়ে ঈমান ঐক্য ঘোরো বৃথা শুরুয়া সন্ধানে!
এ ক্ষেত্রে সান্ত্বনা কোথা মীর–জাফরের পালা গানে!

www.pathagar.com

"উপরন্তু বলি আমি–যে ব্যাপারে অভিযুক্ত নিজে
তোমাদের দল মাঝে অনুরূপ বিল্লী দেখি ভিজে,
আজাদী লোপাট ক'রে হ'তে চায় যারা সুরঞ্জিন,
আজাদী বিকাতে যারা কোন দিন হয় না গম্‌গীন,
অপব্যাখ্যা দেয় তারা ধরা যদি পড়ে কোন তালে;
প্রচুর নমুনা পাবে এ প্রকার দু' পাশে তাকালে।
মেষচর্মাবৃত প্রাণী কিম্বা অন্য রাষ্ট্রের দালাল
নিমক হারামী ক'রে সাজে খাসা নিমকহালাল!

"আস্তাকুঁড়–মুখী দ্বার খুলে যায় হাওয়ায় যখন
পোকামাকড়ের ভীড়ে ওষ্ঠাগত হয় প্রাণমন।
গুবরে গন্ধী পোকা যত ভীড় করে আসে চারিদিকে
দুষ্ট বুদ্ধি পোকা এসে হামলা করে চুলে বা দাড়িতে।
শান্তি বা স্বস্তির কথা থাকে না মহলে ততক্ষণ
অবাঞ্ছিত কীটাণুরা যাবৎ না হয় বিতাড়ন।
কিন্তু কি আশ্চর্য কান্ড, জেগে যারা ঘুমায় অঘোরে
তা'রাই সে পোকা পোষে জামার আস্তিনে, বাহু ডোরে।

"সংক্ষিপ্ত এ রাত্রি আর অতি দীর্ঘ কাহিনী আমার
ফুরাবেনা কিছুতেই যত থাক আগ্রহ শোনার,
বরং তা বেড়ে যাবে মাকড়ের জালের মতন;
সময়ের স্বল্পতায় হবে না রহস্য উদ্‌ঘাটন।
পার্থিব লোভের ঊর্ধে বহু দূরে আছি আমি,তাই
ক্ষুদ্র স্বার্থ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির ফ্যাঁকড়া কিছু নাই,
বিদায়ের পূর্বক্ষণে হুঁশিয়ার ক'রে যাই আজ
বুদ্ধি যদি থাকে ঘটে বুঝে নিও হায়াত দারাজ।

"আজাদীর গূঢ় তত্ত্ব কে জানাতে পারে মুখ্‌তাসার
রহস্যজনক পথে গতিবিধি যার চমৎকার!
আজাদীর প্রাণশক্তি...কর্মধারা গঠনমূলক,
আজাদীর অর্থ নয় নিস্ক্রিয়তা, অবৈধ পুলক।

www.pathagar.com

আজাদীর অর্থ নয় অবাস্তব পন্থা সহজিয়া,
বিনাশ্রমে ফল প্রাপ্তি কিম্বা পাওয়া লাড্ডু বা টিকিয়া,
অথবা কাঁঠাল ভাঙা স্বজাতীয় প্রাণীর মস্তকে।
অন্যের বোচ্‌কায় লুব্ধ ছেড়ে দেওয়া লোলুপ হস্তকে।

"আজাদীর সোজা অর্থ বুঝেছিল উল্টাভাবে যারা,
আজাদীর অর্থে যারা বুঝেছিল কর্মহীন ধারা,
স্বার্থ সুবাদেই যারা আজাদীকে চিনেছিল ,আর
জেনেছিল স্বাধীনতা তামাসা ও ফুর্তির ব্যাপার,
রাত্রি দিন নৃত্য গীত, সুপ্রচুর শারাব, কাবাব
আলস্য অপরিমাণ বাইজী ও গজল, রুবাব,
বিজাতীয় ঐতিহ্যের আনুগত্য, নৈতিক স্খলন,
গুপ্ত পাপ, ষড়যন্ত্র,শোষণ অথবা নির্য্যাতন
যথাযোগ্য প্রতিফল পেয়ে গেছে তারা যথাকালে,
খ্যাতি সাফল্যের মেওয়া অতঃপর জোটেনি কপালে।

"কৃতিত্ব যাদের ছিল সময়ের অপচয়ে শুধু
তাদের সম্মুখে কাল জ্বালায়েছে সাহারার ধু ধূ
অন্তহীন মরু মাঠ। ...কবুতর, তিতির বাজীতে
কামিয়াবি আসে নাই দ্রুতগামী অশ্বে বা তাজীতে,
বরং সুযোগ পেয়ে সৌভাগ্যের সেই হুমা পাখী
আলস্যের অবকাশে যথারীতি দিয়ে গেছে ফাঁকী,
তিক্ত সেই কর্মফলে নারী,নর বৃদ্ধ বা বালক
চলেছে পশ্চাতে শুধু দীর্ঘ দিন , হয়নি চালক,
মিটেছে নিশানা নাম, মিটে গেছে ফূর্তির হেরেম
মানুষের ইতিহাসে মূল্য যার হয়নি দেরেম।

"তোমাদের পালা ফিরে এত দিন এসেছে এবার,
আশা করি পাবে ফল স্বার্থ কিম্বা উদর সেবার।
হীন প্রবৃত্তির পথে দুষ্কর্মে বা নিষ্ক্রিয় জীবনে
অর্জন ক'রেছো যেটা বিবর্তিত হবে তা'মরণে।

www.pathagar.com

কর্মকুণ্ঠ জিন্দেগানি, স্বার্থান্বেষী মতলবী মেজাজ
চায়নি কখনো কেউ পৃথিবীতে; চায়না তা' আজ।

"প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে ব্যতিব্যস্ত থেকে পূর্বাপর
রাষ্ট্র বা জাতির স্বার্থে থাকো যদি পূরা বেখবর,
সম্মিলিতভাবে ফল পেয়ে যাবে প্রাপ্য যা সবার;
সুকৌশলী ঘুঘু হবে সহজেই ফাঁদের শিকার।
কিম্বা পতনের মুখে থেকে খাসা নিশ্চেষ্ট নির্বাক!
শুনে যাবে যথাস্থানে কোহে-নেদা পাহাড়ের ডাক।

"এ কথাটা মনে রেখো- তোমাদেরও আগে বহুবার
বহু সুকৌশলী ধূর্ত করে গেছে ধোকার কারবার,
যদিচ পিঁপড়ের গর্তে পৌছে গেছে সে লাভের গুড়
পড়েছে জাতির মুন্ডে কিম্বা পৃষ্ঠে প্রচন্ড লগুড়।
দুর্নীতি, জুলুম, পাপ, বিলাস অথবা ব্যভিচার
দু' দিন আগে বা পরে গেছে খুলে ধ্বংসের দুয়ার।

"যারা কিছু বুদ্ধিমান, শিক্ষা নিয়ে ইতিহাস থেকে
দিয়েছে সামাল নৌকা দুর্যোগের কাল মেঘ দেখে,
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞতার ঘূর্ণীস্রোত ধ'রে
বেহুঁশ বা বে-খেয়াল পৌছে গেছে জীবন্ত কবরে।
দুর্বুদ্ধির ঝরোকায় একবার নাসিকা গলিয়ে
বহু ধড়িবাজ ধূর্ত গেছে জানি ব-মাল তলিয়ে!

"পাত্র ভরা দুধ যদি নষ্ট হয় বিন্দু হারামেই
হারামে ভরালে পাত্র জেনো কিছু অবশিষ্ট নেই।
এ কারণে জ্ঞানী যারা ক'রে মৃত্যুপন্থাকে বর্জন
দুধ মদ চিনে খায় সত্যাসত্য করে নির্বাচন।
নাজাতের রাহা যদি চাও, তবে পন্থী নাও সার
অন্যথা ধ্বংসের স্রোতে সমূলেই হবে একাকার।

www.pathagar.com

"হুঁশিয়ার হও যদি, নাও বুঝে ইশারা বিজ্ঞের
অন্তত মৃত্যুর তীরে খুঁজে নাও পন্থা জীবনের।
আলাউদ্দিনের দেও জিন্দা সেই চিরাগের সাথে
সাফল্যের চাবিকাঠি দেবে না তো তুলে আর হাতে।
আপসে আপ কোন দিন হবে না যা' হয়নি কখনো,
কাজেই সকল পথে ব্যর্থতার আহাজারি শোন।
আপাত নিশানি যার পরিস্ফুট সকল ময়দানে
নামায় জাতিকে টেনে অন্ধকারে...ধ্বংসের তুফানে।

"অনিবার্য্য পতনের মুখে যদি না থাকে সংশয়
তাহলে এখনো জাগো,অতঃপর পাবে না সময়।
বাদ্‌শা বেগমের কথা বন্ধ থাক, কিম্বা শা'জাদীর
কিস্‌সা করো বন্ধ আজ, খোঁজ নাও আদর্শবাদীর,
আজাদী এনেছে যারা কলিজার লাল তপ্ত খুনে,
গড়ে গেছে ইতিহাস আদর্শের প্রদীপ্ত আগুনে।
ঘটনার খরস্রোত দুঃখ-সুখ আবর্তে ফেনিল।
জাগিয়ে বিবেক বুদ্ধি ভেঙে দিক নষ্টের পাঁচিল।

"কল্পনা বিলাস ছাড়ো শূন্য স্তরে সে পরেন্দা ঘোড়া
ঘোরাবে সুদীর্ঘ কাল ফাঁকীর সড়কে আগাগোড়া,
তারপর ফেলে যাবে পতনের অতল গহ্বরে
পাবে না রূপালি রেখা ব্যর্থতার সে কালো জঠরে।
কাজেই কর্মীর রাহা বেছে নাও বাস্তব জগতে
রুটি, রুজী, কৃষ্টি-কলা চাও যদি আবার কিস্‌মতে।

"কর্মকুণ্ঠ যে কওম দেয় শুধু ভাগ্যের দোহাই
খোদার দুনিয়া মাঝে ক্ষতি ছাড়া প্রাপ্য তার নাই।
জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অনাবাদী রেখো মাঠ, কারিগরি শিক্ষাটা তাড়িয়ে
শিল্পকে শিকায় তুলে, চালু রেখে চোরা কারবার
কামিয়াবি চাও যদি পাবে শুধু দেখা ব্যর্থতার।

www.pathagar.com

"জনশক্তি নিয়ে জানি কর আজ প্রচুর বড়াই,
করি না আপাত আমি এ কারণে তর্কের লড়াই,
কেননা বাস্তবধর্মী যে সয়েছে সংগ্রামী ধকল
সে জানে কিম্মতী কত জনশক্তি কিম্বা জনবল।
কিন্তু এই জনশক্তি হয় যদি নিষ্ক্রিয় বেকার
আনে শুধু অপমৃত্যু আনে তিক্ত ছায়া ব্যর্থতার।

"অভিজ্ঞের ইশারায় যদি চাও ব্যর্থতা এড়াতে
তবে বেছে নাও পন্থা, মৃত্যু যদি চাও লুব্ধ রাতে
তাহলে যে ভাবে আছো পরিতুষ্ট থাকো সেই ভাবে;
কাজ বা আদর্শ ছেড়ে পরিতৃপ্ত বেহায়া স্বভাবে
যথাকালে পাবে ফল একদিন সম্মুখে সবার,
যুগ যুগান্তর আগে সকলে যা পেল একবার।

"অতীতের ইতিহাস না যদি বাড়ায় অভিজ্ঞতা
কার সাধ্য বদলাবে, চাপা দেবে বিষম ব্যর্থতা?
চারিত্রিক দীনতার নর্দমায় যাদের সফর
খুলে যাবে অচিরাৎ যথাস্থানে তাদের কবর।
মওতের মুখে এসে যদি আরও থাকো অচেতন
অবশ্যই পাবে টের নসীবের অভ্রান্ত লিখন।

"জীবন্ত প্রাণীর সাথে মৃতের প্রভেদ যতটুক
জীবিত ও মৃত জাতি পার্থক্যটা রাখে ততটুক!
অজস্র কাজের মাঠে এ যখন বাড়ায় ইজ্জৎ
নিষ্ক্রিয় হতাশা নিয়েও তখন পোড়ায় কিস্‌মত,
বড় জোর ঈর্ষাতুর হয় দেখে অন্যের ভালাই!
জোটেনি, জোটে না ভাগ এ পন্থায় হালুয়া মালাই।

"যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকি দিয়ে পাওনা যদি চায়
সময়ের ভাণ্ড থেকে কখনো তা' হবে না আদায়,
বরং বর্ধিত হারে সামগ্রিক ধোঁকাবাজি এই
জাতির তক্‌দির টেনে নামাবে ধূলিতে সহজেই।

www.pathagar.com

"মীর জাফরের দোষে কওমের ভাগ্য যদি নামে
লক্ষ জাফরের চক্রে তোমরাও যাবে জাহান্নামে।

"তুমি তো আফিমখোর, শেষ হবে তোমারো সুদিন;
অহিফেন স্বপ্ন হবে দুশ্চিন্তার আঁধারে বিলীন।''

এ কথা ব'লেই শূন্যে মিশে গেল মূর্তি সে পাপের,
কোন খানে চিহ্ন আর রহিল না মীর–জাফরের!
দুই চোখ মেলে দেখি মগজটা করে চিন চিন,
সে থেকে আফিম আর খাই নাই পুরা সাত দিন।।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবিকে যখন হ'তে হয় কবিরাজ
মহাজন বাক্য মতে বাঁশী হয় বাঁশ,
(যেহেতু মসৃণ চিত্তে জাগে মোটা আঁশ
মিহি সুর পরিবর্তে কর্কশ আওয়াজ)
তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ
প্রয়োজনে নিতে হয় হাতে বিপরীত
বংশদন্ড (প্রচলিত বিদ্রুপের রীত্)
মালঞ্চের প্রান্তে তাই ঠাঁই পায় বাঁশ।

(বিশেষ জীবের তরে অতি প্রয়োজন
বাঁশের আবাদ কভু নহে নিরর্থক)
ইত্যাকার কথা ভেবে করিনু পরখ,
অবশ্য হয়েছে জানি কাব্য সংকোচন
(অনন্য উপায়) তাই ত্যক্ত করি মন
অগত্যা দেখাতে হ'ল হংস মাঝে বক।।